অষ্টাদশ অধ্যায়

ভগবানের প্রতি জম্বূদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

এই অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জম্বূদ্বীপের বিভিন্ন বর্ষ এবং প্রত্যেক বর্ষে উপাসিত ভগবানের অবতারের বর্ণনা করেছেন। ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিপতি হচ্ছেন ভদ্রশ্রবা। তিনি এবং তাঁর সেবকেরা সর্বদা ভগবানের হয়গ্রীব মূর্তির উপাসনা করেন। প্রত্যেক কল্পান্তে যখন অজ্ঞান নামক অসুর বৈদিক জ্ঞান চুরি করে, তখন ভগবান হয়গ্রীব আবির্ভূত হয়ে তা রক্ষা করেন। তারপর তিনি তা ব্রহ্মাকে দান করেন। হরিবর্ষে মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন। (*শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে।) প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হরিবর্ষবাসীরা সর্বদা নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ লাভের জন্য। কেতুমালবর্ষে ভগবান হৃষীকেশ কামদেব রূপে প্রকাশিত হন। লক্ষ্মীদেবী এবং সেখানকার দেবতারা দিবারাত্র তাঁর সেবায় যুক্ত থাকেন। ষোলকলায় নিজেকে প্রকাশিত করে ভগবান হৃষীকেশই হচ্ছেন সাহস, তেজ এবং বলের একমাত্র কারণ। বদ্ধ জীবদের একটি ত্রুটি হচ্ছে যে তারা সর্বদা ভয়ভীত, কিন্তু ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সে তার এই জড় জীবনের ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই ভগবানকেই কেবল প্রভু বলে সম্বোধন করা যায়। রম্যকবর্ষে মনু এবং সেখানকার অধিবাসীরা আজও মৎস্যদেবের উপাসনা করেন। মৎস্যদেব, যাঁর রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, এবং সেই হেতু তিনি ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরিচালক। হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান কূর্মমূর্তি ধারণ করে বিরাজমান। অর্যমা এই বর্ষবাসীদের সঙ্গে এই মূর্তির উপাসনা করেন। তেমনই উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান শ্রীহরি বরাহমূর্তি ধারণ করে এই বর্ষবাসীদের পূজা গ্রহণ করেন।

এই অধ্যায়ের সমস্ত তথ্য ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। তাই শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ গঙ্গার তটে বাস করার থেকেও শ্রেয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত চিন্ময় ভাব এবং দেবতাদের গুণ বিরাজ করে। অভক্তদের হৃদয়ে কিন্তু

কোন সৎ গুণ থাকতে পারে না, কারণ তারা কেবল ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা বিমোহিত। ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জানা যায় যে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র আরাধ্য। সেই কথা স্বীকার করে সকলেরই ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* —সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা। বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করার পর যদি হৃদয়ের সুপ্ত ভগবৎ প্রেম জাগরিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার ফলে কেবল অনর্থক পরিশ্রমই হয়েছে। সে কেবল তার সময়ের অপচয় করেছে। ভগবানের প্রতি আসক্তির অভাবে সে এই জড় জগতে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি আসক্ত থাকে। অতএব এই অধ্যায়ের শিক্ষা হচ্ছে—সংসার-জীবন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তথা চ ভদ্রশ্রবা নাম ধর্মসুতস্তৎকুলপতয়ঃ পুরুষা ভদ্রাশ্ববর্ষে সাক্ষাদ্ভগবতো বাসুদেবস্য প্রিয়াং তনুং ধর্মময়ীং হয়শীর্ষাভিধানাং পরমেণ সমাধিনা সন্নিধাপ্যেদমভিগৃণন্ত উপধাবন্তি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তথা চ**—তেমনই (যেভাবে শিব ইলাবৃতবর্ষে সঙ্কর্ষণের উপাসনা করেন); **ভদ্রশ্রবা**—ভদ্রশ্রবা; **নাম**—নামক; **ধর্ম-সুতঃ**—ধর্মরাজের পুত্র; **তৎ**—তাঁর; **কুল-পতয়ঃ**—কুলপতিদের; **পুরুষাঃ**—অধিবাসীগণ; **ভদ্রাশ্ব-বর্ষে**—ভদ্রাশ্ববর্ষে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বাসুদেবস্য**—শ্রীবাসুদেবের; **প্রিয়াম্ তনুম্**—অত্যন্ত প্রিয় রূপ; **ধর্ম-ময়ীম্**—সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেষ্টা; **হয়শীর্ষ-অভিধানাম্**—হয়শীর্ষ নামক ভগবানের অবতার (হয়গ্রীব নামেও পরিচিত); **পরমেণ সমাধিনা**—পরম সমাধি-যোগে; **সন্নিধাপ্য**—নিকটে এসে; **ইদম্**—এই; **অভিগৃণন্তঃ**—কীর্তন করে; **উপধাবন্তি**—তাঁরা আরাধনা করেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ধর্মরাজের পুত্র ভদ্রশ্রবা ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিপতি। ঠিক যেভাবে শিব ইলাবৃতবর্ষে সঙ্কর্ষণের আরাধনা করেন, ভদ্রশ্রবাও তেমনই

তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিবাসীগণ সহ হয়শীর্ষ নামক বাসুদেবের অবতারের আরাধনা করেন। ভগবান হয়শীর্ষ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনি সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেষ্টা। ভদ্রশ্রবা এবং তাঁর পার্ষদেরা পরম সমাধিযোগে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন এবং সযত্ন উচ্চারণের মাধ্যমে নিম্নরূপ প্রার্থনা কীর্তন করেন।

শ্লোক ২

ভদ্রশ্রবস উচুঃ

ওঁ নমো ভগবতে ধর্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি ॥ ২ ॥

ভদ্রশ্রবসঃ উচুঃ—অধিপতি শ্রীভদ্রশ্রবা ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা বললেন; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ধর্মায়**—সমস্ত ধর্মের উৎস; **আত্ম-বিশোধনায়**—যিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে আমাদের পবিত্র করেন; **নমঃ**—আমাদের প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রীভদ্রশ্রবা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা এইভাবে ভগবানের স্তব করেন—আমরা সমস্ত ধর্মের উৎস ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এই জড় জগতে জীবের মলিনতা দূরীভূত করে তাদের হৃদয় নির্মল করেন। আমরা বারবার তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

মূর্খ বিষয়াসক্ত মানুষেরা জানে না যে, কিভাবে তারা প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা প্রতি পদে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং দণ্ডিত হচ্ছে। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে তারা মনে করে যে, জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় তারা অত্যন্ত সুখে রয়েছে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে মূঢ়—*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ* এই সমস্ত মূঢ়েরা জানে না যে, তারা যদি পবিত্র হতে চায়, তাহলে তপস্যার দ্বারা তাদের ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। এই আত্মশোধনই হচ্ছে মানব-জীবনের লক্ষ্য। অন্ধের মতো ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া এই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মনুষ্য-জীবন লাভ করার পর, জীবের কর্তব্য হচ্ছে আত্মশোধনের জন্য কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়া—*তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং*

শুদ্ধ্যেৎ । মহারাজ ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন। মনুষ্য-জীবনে আত্ম-শোধনের জন্য সব রকম তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। *যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্* । আমরা সকলেই সুখের অন্বেষণ করছি, কিন্তু আমাদের অবিদ্যা এবং মূর্খতার বশে আমরা জানি না আত্যন্তিক সুখ কি। আত্যন্তিক সুখকে বলা হয় *ব্রহ্মসৌখ্য* বা ব্রহ্মানন্দ। এই জড় জগতে যদিও আমরা কিছু তথাকথিত সুখভোগ করতে পারি, কিন্তু সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী। মূর্খ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সেই কথা বুঝতে পারে না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *মায়াসুখায় ভরম্ উদ্বহতো বিমূঢ়ান্*—ক্ষণস্থায়ী জড়সুখ ভোগের জন্য এই সমস্ত মূর্খেরা কি বিশাল সমস্ত আয়োজন করেছে, এবং তার ফলে তারা জন্ম-জন্মান্তরে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

শ্লোক ৩

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ন পশ্যতি ।
ধ্যায়ন্নসদ্‌যর্হি বিকর্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি ॥ ৩ ॥

অহো—আহা; **বিচিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **ভগবৎ-বিচেষ্টিতম্**—ভগবানের লীলা; **ঘ্নন্তম্**—মৃত্যু; **জনঃ**—ব্যক্তি; **অয়ম্**—এই; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মিষন্**—দেখা সত্ত্বেও; **ন পশ্যতি**—দেখে না; **ধ্যায়ন্**—চিন্তা করে; **অসৎ**—জড় সুখ; **যর্হি**—যেহেতু; **বিকর্ম**—নিষিদ্ধ কর্ম; **সেবিতুম্**—উপভোগ করার জন্য; **নির্হৃত্য**—দগ্ধ করে; **পুত্রম্**—পুত্রকে; **পিতরম্**—পিতা; **জিজীবিষতি**—দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চায়।

অনুবাদ

আহা, কি আশ্চর্য! মূর্খ বিষয়াসক্ত মানুষেরা ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে দেখেও দেখে না! তারা জানে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবুও তারা তার প্রতি উদাসীন হয়ে তাকে উপেক্ষা করতে চায়। পিতার মৃত্যু হলে পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদ উপভোগ করতে চায়, এবং পুত্রের মৃত্যু হলে পিতা সেই পুত্রের ধন-সম্পদ উপভোগ করতে চায়। উভয় ক্ষেত্রেই লব্ধ ধন দ্বারা জড় সুখ ভোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়।

তাৎপর্য

জড় সুখ মানে হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের সুন্দর ব্যবস্থা। এই জড় জগতে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা আসন্ন মৃত্যুর প্রতি উদাসীন থেকে, এই চারটি উপায়ে

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যই কেবল জীবন ধারণ করে। পিতার মৃত্যুর পর, মৃত পিতাকে দাহ করে এসে পুত্র তার ধন-সম্পত্তি নিয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা করে। তেমনই পুত্রের মৃত্যুর পর, মৃত পুত্রকে দাহ করে এসে পিতা তার ধন-সম্পদ উপভোগ করার চেষ্টা করে। কখনও মৃত পুত্রের পিতা বিধবা পুত্রবধূকে পর্যন্ত উপভোগ করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের আচরণ এমনই জঘন্য। তাই শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, "ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সংঘটিত এই বিষয় সুখের লীলা কি আশ্চর্যজনক!" অর্থাৎ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সব রকম পাপকর্ম করতে চায়, কিন্তু ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউ কোন কিছু করতে পারে না। ভগবান কেন পাপকর্ম করার অনুমতি দেন? ভগবান চান না যে কোন জীব পাপাচরণ করুক, এবং তিনি তাদের বিবেকের মাধ্যমে তাদের পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কেউ যখন পাপকর্ম করতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন ভগবান তাকে তার নিজের দায়িত্বে সেই কর্ম করতে অনুমতি দেন (*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। ভগবানের অনুমতি ব্যতীত কেউ কিছু করতে পারে না, কিন্তু তিনি এতই কৃপালু যে, বদ্ধ জীব যখন কোন কিছু করতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তার নিজের দায়িত্বে সেই কর্ম করতে ভগবান অনুমতি দেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোকে, বিশেষ করে ভৌম স্বর্গে, পিতা জীবিত থাকতে পুত্রের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রায়ই পিতার পূর্বে পুত্রের মৃত্যু হয়। বিষয়াসক্ত পিতা তার পুত্রের সম্পত্তি মহা আনন্দে উপভোগ করে। পিতা এবং পুত্র কেউই বাস্তব সত্যকে দর্শন করতে পারে না। তাই তারা উভয়েই আসন্ন মৃত্যুকে দেখতে পায় না। কিন্তু মৃত্যু যখন আসে, তখন তাদের জড় সুখভোগের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

শ্লোক ৪

বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ ।
তথাপি মুহ্যন্তি তবাজ মায়য়া
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্ ॥ ৪ ॥

বদন্তি—প্রামাণিক সূত্র থেকে তাঁরা বলেন; **বিশ্বম্**—সমগ্র জড় জগৎ; **কবয়ঃ**—মহাজ্ঞানী ঋষিরা; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **নশ্বরম্**—নশ্বর; **পশ্যন্তি**—সমাধি মগ্ন হয়ে তাঁরা দর্শন করেন; **চ**—ও; **অধ্যাত্ম-বিদঃ**—যাঁরা অধ্যাত্ম জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন;

বিপশ্চিতঃ—অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **মুহ্যন্তি**—মোহিত হন; **তব**—আপনার; **অজ**—হে অজ; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **সু-বিস্মিতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **কৃত্যম্**—কার্যকলাপ; **অজম্**—পরম অজকে; **নতঃ অস্মি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **তম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে অজ, আত্ম-তত্ত্ববিৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা, বিবেকীরা এবং দার্শনিকেরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, এই জড় জগৎ নশ্বর। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁরা এই জগতের প্রকৃত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন, এবং সেই তত্ত্ব তাঁরা প্রচারও করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কখনও কখনও আপনার মায়ার দ্বারা মোহিত হন। এটিই আপনার অতি অদ্ভুত লীলা। তাই আমি বুঝতে পারি যে, আপনার মায়া অতি অদ্ভুত। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তাৎপর্য

ভগবানের মায়া কেবল এই জড় জগতে বদ্ধ জীবদের উপরই প্রভাব বিস্তার করে না, যাঁরা সমাধির মাধ্যমে এই জড় জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, কখনও কখনও তা তাঁদেরও বিমোহিত করে। যখনই কেউ মনে করে, "আমার স্বরূপ হচ্ছে আমার এই জড় দেহটি (*অহং মমেতি*) এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই আমার," তখনই সে মোহাচ্ছন্ন হয়। মায়াজনিত এই মোহ বিশেষ করে বদ্ধ জীবদের প্রভাবিত করে, কিন্তু কখনও কখনও তা মুক্ত জীবদেরও প্রভাবিত করে। মুক্ত আত্মা হচ্ছেন তিনি, যিনি জড় জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করার ফলে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে নিরস্ত হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে জড়া-প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে মুক্ত পুরুষেরাও কখনও কখনও তাঁদের চিন্ময় স্থিতিতে অসাবধানতাবশত মায়ার দ্বারা মোহিত হন। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—"যারা আমার শরণাগত হয়েছে, তারাই কেবল মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।" তাই কখনও নিজেকে মায়ার প্রভাবের অতীত মুক্ত পুরুষ বলে মনে করা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। তাহলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকা যাবে। তা না হলে, একটু অসাবধানতার ফলে সর্বনাশ হতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে মহারাজ ভরতের দৃষ্টান্তটি দর্শন করেছি। নিঃসন্দেহে মহারাজ ভরত ছিলেন একজন মহান ভক্ত, কিন্তু একটি হরিণ-শিশুর প্রতি অল্প আসক্তির ফলে, তাঁকে আরও দুটি জন্ম

দুঃখভোগ করতে হয়েছিল—প্রথমে একটি হরিণরূপে এবং তারপর ব্রাহ্মণ জড় ভরত রূপে। তারপর তিনি মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু ভক্ত যদি ভগবানের উদারতার সুযোগ নিয়ে জ্ঞাতসারে বার বার ভুল করতে থাকে, তা হলে অবশ্যই ভগবান তাকে মায়ার জালে পতিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে তাকে দণ্ডদান করবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, *বেদ* অধ্যয়ন করে পুঁথিগত জ্ঞান লাভ করা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। তা হলেই মানুষের স্থিতি সুরক্ষিত হয়।

শ্লোক ৫

বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম তে
হ্যকর্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্যকারণে
সর্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুতঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্ব—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **উদ্ভব**—সৃষ্টির; **স্থান**—স্থিতির; **নিরোধ**—প্রলয়ের; **কর্ম**—এই সমস্ত কার্যকলাপ; **তে**—আপনার (হে ভগবান); **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অকর্তুঃ**—পৃথক; **অঙ্গীকৃতম্**—বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত; **অপি**—যদিও; **অপাবৃতঃ**—এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত নন; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **ন**—না; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **কার্য-কারণে**—সমস্ত কার্যের মূল কারণ; **সর্ব-আত্মনি**—সর্বতোভাবে; **ব্যতিরিক্তে**—পৃথক; **চ**—ও; **বস্তুতঃ**—মূল বস্তু।

অনুবাদ

হে ভগবান, যদিও আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা আপনি কখনও প্রভাবিত হন না, তবুও তা আপনার দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আপনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। আপনি সমস্ত কার্যের কারণ, যদিও আপনি সবকিছু থেকেই স্বতন্ত্র। এইভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে।

শ্লোক ৬

যাঁরা

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসাতলাদ্‌যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে
তস্মৈ নমস্তেঽবিতথেহিতায় ইতি ॥ ৬ ॥

বেদান্—চতুর্বেদ; **যুগ-অন্তে**—কল্পান্তে; **তমসা**—মূর্তিমান অজ্ঞানরূপী দৈত্যের দ্বারা; **তিরস্কৃতান্**—অপহরণ করে; **রসাতলাৎ**—রসাতল থেকে; **যঃ**—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **নৃ-তুরঙ্গ-বিগ্রহঃ**—অর্ধ নর এবং অর্ধ অশ্ব রূপ ধারণ করে; **প্রত্যাদদে**—পুনরায় প্রদান করেছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কবয়ে**—পরম কবি ব্রহ্মাকে; **অভিযাচতে**—তিনি যখন সেগুলি প্রার্থনা করেছিলেন; **তস্মৈ**—তাঁকে (হয়গ্রীবকে); **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অবিতথ-ঈহিতায়**—যাঁর সঙ্কল্প কখনও বিফল হয় না; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

কল্পান্তে মূর্তিমান অজ্ঞানরূপী দৈত্য যখন সমস্ত বেদ অপহরণ করে রসাতলে নিয়ে গিয়েছিল, তখন ভগবান হয়গ্রীব-মূর্তি প্রকট করে বেদ উদ্ধার করেছিলেন, এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে তা প্রদান করেছিলেন। সেই সত্যসংকল্প পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান যদিও অবিনশ্বর, তবুও এই জড় জগতে কখনও তা প্রকাশিত হয় এবং কখনও তা অপ্রকট হয়। এই জগতের মানুষ যখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে, তখন বৈদিক জ্ঞান অপ্রকট হয়ে যায়। ভগবান হয়গ্রীব বা ভগবান মৎস্য কিন্তু সর্বদাই বৈদিক জ্ঞান রক্ষা করেন, এবং যথা সময়ে পুনরায় তা ব্রহ্মার মাধ্যমে বিতরিত হয়। ব্রহ্মা ভগবানের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তাই তিনি যখন বৈদিক জ্ঞানরূপী সম্পদ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে তা প্রদান করে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

হরিবর্ষে চাপি ভগবান্নরহরিরূপেণাস্তে । তদ্রূপগ্রহণনিমিত্তমুত্তরত্রাভিধাস্যে । তদ্দয়িতং রূপং মহাপুরুষগুণভাজনো মহাভাগবতো

দৈত্যদানবকুলতীর্থীকরণশীলাচরিতঃ প্রহ্লাদোঽব্যবধানানন্যভক্তিযোগেন সহ তদ্বর্ষপুরুষৈরুপাস্তে ইদং চোদাহরতি ॥ ৭ ॥

হরি-বর্ষে—হরিবর্ষ নামক স্থানে; **চ**—ও; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নর-হরি-রূপেণ**—নৃসিংহদেব রূপে; **আস্তে**—অবস্থিত; **তৎ-রূপ-গ্রহণ-নিমিত্তম্**—যে কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (কেশব) নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন; **উত্তরত্র**—পরবর্তী অধ্যায়ে; **অভিধাস্যে**—আমি বর্ণনা করব; **তৎ**—তা; **দয়িতম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **রূপম্**—ভগবানের রূপ; **মহা-পুরুষ-গুণ-ভাজনঃ**—মহাপুরুষদের সমস্ত সৎগুণের আধার প্রহ্লাদ মহারাজ; **মহা-ভাগবতঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; **দৈত্য-দানব-কুল-তীর্থী-করণ-শীলা-চরিতঃ**—যাঁর কার্যকলাপ এবং চরিত্র এতই পবিত্র ছিল যে, তিনি তাঁর বংশের সমস্ত দৈত্যদের উদ্ধার করেছিলেন; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **অব্যবধান-অনন্য-ভক্তি-যোগেন**—অপ্রতিহতা এবং অবিচলিত ভক্তির দ্বারা; **সহ**—সঙ্গে; **তৎ-বর্ষ-পুরুষৈঃ**—হরিবর্ষবাসীদের; **উপাস্তে**—প্রণতি নিবেদন এবং আরাধনা করেন; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **উদাহরতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ভগবান নৃসিংহদেব হরিবর্ষে অবস্থান করেন। আমি পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করব কিভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য নৃসিংহ মূর্তিতে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহাপুরুষদের সমস্ত সৎগুণের আধার প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁর চরিত্র এবং কার্যকলাপ তাঁর বংশের সমস্ত দৈত্যদের উদ্ধার করেছিল। ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সমস্ত পার্ষদ এবং হরিবর্ষবাসীদের নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপের দ্বারা ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করছেন।

তাৎপর্য

জয়দেব গোস্বামী তাঁর দশাবতার স্তোত্রের প্রতিটি স্তবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (কেশবের) নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন, *কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে, কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে,* এবং *কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে* । *জগদীশ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সারা জগতের ঈশ্বর। তাঁর আদি রূপ হচ্ছে দ্বিভুজ, মুরলীধর এবং গোপাল কৃষ্ণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত, চিন্তামণি দ্বারা নির্মিত গৃহসমূহে সুরভি গাভীদের পালন করেন এবং যিনি শত-সহস্র লক্ষ্মীর দ্বারা সর্বদা গভীর সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, গোবিন্দ কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ। ভগবানের অসংখ্য অবতার রয়েছেন, ঠিক যেমন নদীতে অসংখ্য তরঙ্গ রয়েছে, কিন্তু তাঁর আদি রূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা কেশব।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রহ্লাদ মহারাজের সম্বন্ধে নৃসিংহদেবের উল্লেখ করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মহাপরাক্রমশালী পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁকে গভীরভাবে নির্যাতন করেছিল। অসহায় প্রহ্লাদ মহারাজ তখন ভগবানকে ডেকেছিলেন, এবং ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে সংহার করার জন্য ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও আদি পুরুষ, এক এবং অদ্বিতীয়, তবুও তাঁর ভক্তদের আনন্দ বিধানের জন্য অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। তাই জয়দেব গোস্বামী বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা করে, তাঁর দশাবতার স্তোত্রে আদি পুরুষ কেশবের নামের বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

শ্লোক ৮

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা । অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠা ওঁ ক্ষ্রৌম্ ॥ ৮ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নরসিংহায়**—নৃসিংহ নামক; **নমঃ**—প্রণতি; **তেজঃ-তেজসে**—সমস্ত শক্তির শক্তি; **আবিঃ-আবির্ভব**—কৃপাপূর্বক পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন; **বজ্র-নখ**—বজ্রের মতো যাঁর নখ; **বজ্র-দংষ্ট্র**—বজ্রের মতো যাঁর দাঁত; **কর্ম-আশয়ান্**—কর্মের দ্বারা সুখী হওয়ার আসুরিক বাসনা; **রন্ধয় রন্ধয়**—দয়া করে পরাস্ত করুন; **তমঃ**—অজ্ঞান; **গ্রস**—কৃপাপূর্বক দূর করুন; **গ্রস**—কৃপাপূর্বক দূর করুন; **ওঁ**—হে ভগবান; **স্বাহা**—সশ্রদ্ধ

আহুতি; **অভয়ম্**—অভয়; **অভয়ম্**—অভয়; **আত্মনি**—আমার মনে; **ভূয়িষ্ঠাঃ**—আপনি আবির্ভূত হন; **ওঁ**—হে ভগবান; **ক্ষ্রৌম্**—নৃসিংহ মন্ত্রের বীজ।

অনুবাদ

সমস্ত তেজের উৎস ভগবান নৃসিংহদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান আপনার নখ এবং আপনার দন্ত বজ্রের মতো, দয়া করে আপনি আমাদের সমস্ত আসুরিক কর্মবাসনার বিনাশ করুন। দয়া করে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে, আমাদের সমস্ত অজ্ঞান দূর করুন যাতে আপনার কৃপায় আমরা জীবন-সংগ্রামে নির্ভীক হতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২২/৩৯) সনৎকুমার পৃথু মহারাজকে বলেছেন—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

"সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নখাগ্রের সেবায় যুক্ত ভক্ত অনায়াসে কর্ম-বাসনার গ্রন্থি থেকে মুক্ত হতে পারেন। যেহেতু তা অত্যন্ত কঠিন, তাই অভক্তেরা—জ্ঞানী এবং যোগীরা—বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বাসনার তরঙ্গ রোধ করতে পারে না। তাই তাদের উপদেশ দেওয়া হয় বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে।"

এই জড় জগতের প্রতিটি জীবেরই প্রাণভরে জড় সুখ ভোগ করার তীব্র বাসনা রয়েছে। সেই জন্যই বদ্ধ জীবকে একের পর এক দেহ ধারণ করতে হয়, এবং তার ফলে সে দৃঢ়ভাবে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণরূপে বাসনা থেকে মুক্ত না হলে কেউই জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করতে পারে না। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের জড়-জাগতিক লাভের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, অনুকূলভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার নাম শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি।" অজ্ঞানের

গভীর অন্ধকার থেকে উৎপন্ন জড়-জাগতিক বাসনা থেকে জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না মুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে না। তাই জড় বাসনার মূর্ত প্রতীক হিরণ্যকশিপুর সংহারকারী ভগবান নৃসিংহদেবের প্রার্থনা আমাদের সর্বদা করা উচিত। *হিরণ্য* মানে হচ্ছে সোনা, এবং *কশিপু* মানে কোমল আসন বা শয্যা। বিষয়াসক্ত মানুষেরা সর্বদা তাদের দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, এবং তাই তাদের প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণের প্রয়োজন হয়। সেই সূত্রে হিরণ্যকশিপু জড়-জাগতিক জীবনের আদর্শ প্রতীক। তাই সে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের প্রচুর বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল, এবং অবশেষে ভগবান নৃসিংহদেব এসে তাঁকে সংহার করেন। যে ভক্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এই শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ যেভাবে নৃসিংহদেবের প্রার্থনা করেছেন, সেইভাবে প্রার্থনা করা।

শ্লোক ৯

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া ।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥ ৯ ॥

স্বস্তি—কল্যাণ; **অস্তু**—হোক; **বিশ্বস্য**—সমগ্র জগতের; **খলঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ (প্রায় প্রত্যেকে); **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোক; **ধ্যায়ন্তু**—তারা বিচার করুক; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **শিবম্**—মঙ্গল; **মিথঃ**—পরস্পর; **ধিয়া**—তাদের বুদ্ধির দ্বারা; **মনঃ**—মন; **চ**—এবং; **ভদ্রম্**—শান্তি; **ভজতাৎ**—অনুভব হোক; **অধোক্ষজে**—মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানে; **আবেশ্যতাম্**—মগ্ন হোক; **নঃ**—আমাদের; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **অহৈতুকী**—নিষ্কাম।

অনুবাদ

সারা জগতের মঙ্গল হোক; খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক। সমস্ত জীবেরা ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে, পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করে শান্ত হোক। তাই আমরা যেন অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।

তাৎপর্য

নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে বৈষ্ণবের বর্ণনা করা হয়েছে—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

কল্পতরুর মতো বৈষ্ণব তাঁর চরণে শরণাগত ব্যক্তির সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব। তিনি তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করছেন না, তিনি স্নিগ্ধ, ঈর্ষাপরায়ণ এবং দুর্মতি—সমস্ত প্রকার জীবদের জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি সর্বদাই তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মতো দুষ্কৃতকারীদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর নিজের জন্য কিছু চাননি, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন তাঁর আসুরিক পিতাকে ক্ষমা করেন। এটিই বৈষ্ণবের স্বভাব, যিনি সর্বদা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল কামনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং *ভাগবত-ধর্ম* তাঁদের জন্য যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়েছেন (*পরম-নির্মৎসরাণাম্*)। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এই শ্লোকে প্রার্থনা করেছেন, *খলঃ প্রসীদতাম্*—"খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক।" জড় জগৎ মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তিতে পূর্ণ। কিন্তু কেউ যখন নির্মৎসর হন, তখন তাঁর সামাজিক আচরণ উদার হয় এবং তিনি অন্যদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর মন সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হয় (*মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদ্ অধোক্ষজে*)। তাই আমাদের কর্তব্য ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করা যাতে তিনি আমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, *বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহঃ*—"নৃসিংহদেব আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থান করে, আমার হৃদয়ের সমস্ত অসৎ প্রবৃত্তি সংহার করুন। আমার মন সর্বতোভাবে নির্মল হোক যাতে আমি প্রশান্ত চিত্তে ভগবানের আরাধনা করতে পারি এবং সারা জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারি।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি অতি সুন্দর ভাষ্য প্রদান করেছেন। কেউ যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তখন তিনি সর্বদাই ভগবানের কাছে কোন বরের জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তরাও কোন বরের জন্য প্রার্থনা করেন, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* নির্দেশ দিয়েছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে নন্দের নন্দন কৃষ্ণ, আমি তোমার নিত্য দাস, তবুও কোন না কোন কারণে আমি এই ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে এই মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে তোমার শ্রীপাদপদ্মে ধূলিকণারূপে স্থান দাও।" অন্য আর একটি প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য বলেছেন, *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—"জন্ম-জন্মান্তরে তুমি আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি প্রদান কর।" প্রহ্লাদ মহারাজ যখন *ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায়* মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তখন তিনি ভগবানের কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু একজন মহান বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছু চাননি। তাঁর প্রার্থনায় তিনি প্রথমে কামনা করেছেন, *স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য*—"সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল হোক।" এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ হন, এমনকি সব চাইতে মাৎসর্য পরায়ণ তাঁর পিতার প্রতিও। চাণক্য পণ্ডিতের মতে দুই প্রকার ঈর্ষা পরায়ণ জীব রয়েছে—একটি হচ্ছে সর্প এবং অন্যটি হচ্ছে হিরণ্যকশিপুর মতো ব্যক্তি, যে স্বভাবতই সকলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, এমনকি তাঁর পিতা অথবা পুত্রের প্রতিও। হিরণ্যকশিপু তার শিশুপুত্রের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার মঙ্গল কামনা করে বর প্রার্থনা করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ কামনা করেছিলেন তাঁর পিতা এবং অন্যান্য দৈত্যরা যেন ভগবানের কৃপায় তাদের মৎসরতা পরিত্যাগ করে ভক্তদের উপর তাদের অত্যাচার বন্ধ করে (*খলঃ প্রসীদতাম্*)। অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে, খল সহজে অনুকূল হয় না। এক প্রকার খল হচ্ছে সর্প, তাকে কেবল মন্ত্রের দ্বারা অথবা বিশেষ ওষধির দ্বারা শান্ত করা যায় (*মন্ত্রৌষধি-বশঃ সর্পঃ খলকেন নিবার্যতে*), কিন্তু খল ব্যক্তিকে কোন প্রকারেই শান্ত করা যায় না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, সমস্ত খল ব্যক্তিদের হৃদয়ের পরিবর্তন হোক এবং তারা সকলে অন্যের মঙ্গল চিন্তা করুক।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যদি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকলেই যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে ঈর্ষাপরায়ণ খল ব্যক্তিদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে। সকলেই তখন অন্যের মঙ্গল চিন্তা করবে। তাই

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, *শিবং মিথো ধিয়া* । জড় জগতে সকলেই অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্তু কৃষ্ণভক্তিতে কেউই অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন। সকলেই অন্যের মঙ্গল চিন্তা করেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, সকলেরই মন যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ হয় (*ভজতাদ্ অধোক্ষজে*)। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* এবং*ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৫) শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ*—মানুষের কর্তব্য নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করা। তখন মানুষের মন অবশ্যই নির্মল হবে (*চেতোদর্পণমার্জনম্*)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সর্বদা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কথা চিন্তা করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, ভগবানের কৃপায় তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে এবং তারা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তা ত্যাগ করবে। তারা যদি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তাহলে সবকিছুই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে। কেউ কেউ তর্ক তোলে, সকলেই যদি কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হয়ে যাবে, কারণ সকলেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তা সম্ভব নয় কারণ জীব অসংখ্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ফলে যদি এক প্রস্থ জীব সত্যি সত্যিই ভগবদ্ধামে ফিরে যায়, তাহলে আরও এক প্রস্থ জীব এসে এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করবে।

শ্লোক ১০

মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিদ্ধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

মা—না; **অগার**—গৃহ; **দার**—পত্নী; **আত্মজ**—সন্তান; **বিত্ত**—ধন; **বন্ধুষু**—বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; **সঙ্গঃ**—আসক্তি; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হয়ে থাকে; **ভগবৎ-প্রিয়েষু**—যাঁদের কাছে ভগবান অত্যন্ত প্রিয়; **নঃ**—আমাদের; **যঃ**—যে কেউ; **প্রাণ-বৃত্ত্যা**—কেবল প্রাণ ধারণের উপযোগী; **পরিতুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **আত্মবান্**—যিনি তাঁর মনকে সংযত করেছেন এবং আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন; **সিদ্ধ্যতি**—সফল হয়; **অদূরাৎ**—অচিরেই; **ন**—না; **তথা**—ততখানি; **ইন্দ্রিয়-প্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা প্রার্থনা করি যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সংসাররূপ কারাগারের প্রতি যেন কখনও আসক্তি অনুভব না করি। যদি আসক্তি থাকে, তাহলে তা যেন ভগবৎ-প্রিয় ভক্তদের প্রতিই উদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ এবং যিনি তাঁর মনকে সংযত করেছেন, তিনি কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী বস্তু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এই প্রকার ব্যক্তি অচিরেই কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু অন্যেরা, যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যখন বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করা হয়, তখনি তিনি বলেছিলেন, *অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার* । বৈষ্ণবের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যারা কৃষ্ণভক্ত নয় এবং যারা স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা। প্রহ্লাদ মহারাজও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন বিষয়াসক্ত অভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন। তাঁকে যদি কারোর প্রতি আসক্ত হতে হয়, তা হলে তিনি প্রার্থনা করেছেন সেই আসক্তি যেন কেবল ভক্তদের প্রতিই হয়।

ভক্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আবশ্যকতাগুলি অনর্থক বাড়াতে চান না। অবশ্য জীব যতক্ষণ এই জড় জগতে রয়েছে ততক্ষণ তার জড় দেহ থাকে, এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য তার প্রতিপালন করতেই হয়। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন করার দ্বারা অনায়াসে দেহের ভরণ-পোষণ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, একটি ফল অথবা একটু জল নিবেদন করে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করি।" রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য কেন অনর্থক আহারের পদ বৃদ্ধি করা হবে? ভক্তের কর্তব্য যত সাদাসিধে সম্ভব আহার করা। তা না হলে ক্রমশ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাবে, এবং দুর্বার ইন্দ্রিয়গুলি অচিরেই অধিক থেকে অধিকতর জড় সুখ দাবি করবে। তখন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন—স্তব্ধ হবে।

শ্লোক ১১

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্ ।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥ ১১ ॥

যৎ—যাঁর (ভগবদ্ভক্তের); **সঙ্গ-লব্ধম্**—সঙ্গ প্রভাবে প্রাপ্ত; **নিজ-বীর্য-বৈভবম্**—যার প্রভাব অসামান্য; **তীর্থম্**—গঙ্গা আদি পবিত্র তীর্থস্থান; **মুহুঃ**—বারংবার; **সংস্পৃশতাম্**—স্পর্শকারী ব্যক্তির; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মানসম্**—মনের কলুষ; **হরতি**—বিনাশ করেন; **অজঃ**—অজ; **অন্তঃ**—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **শ্রুতিভিঃ**—কর্ণের দ্বারা; **গতঃ**—প্রবিষ্ট; **অঙ্গজম্**—দেহের মল বা রোগ; **কঃ**—কে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ন**—না; **সেবেত**—সেবা করবে; **মুকুন্দ-বিক্রমম্**—ভগবান মুকুন্দের মহিমান্বিত কার্যকলাপ।

অনুবাদ

যাঁদের কাছে ভগবান মুকুন্দই হচ্ছেন সব, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের কথা শোনা যায় এবং বোঝা যায়। মুকুন্দের কার্যকলাপ এমনই বীর্যবতী যে, তা কেবল শ্রবণ করার ফলেই তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গ করা যায়। যে ব্যক্তি নিরন্তর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে অন্তরের সমস্ত মল দূর করেন। গঙ্গার স্নানের ফলে যদিও দেহের মল এবং রোগ দূর হয়, কিন্তু সেটি সম্ভব হয় দীর্ঘকাল ধরে বারবার তা সেবন করার ফলে। তাই জীবনকে সার্থক করার জন্য কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করবেন না?

তাৎপর্য

গঙ্গায় স্নান করলে অবশ্যই বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয়, কিন্তু তা ভব-রোগের কলুষ সৃষ্টিকারী বিষয়াসক্ত মনকে নির্মল করতে পারে না। কিন্তু যিনি ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করার মাধ্যমে সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গ করেন, তাঁর হৃদয়ের কলুষ দূর হয়ে যায় এবং অচিরেই তিনি কৃষ্ণভক্তির স্তর প্রাপ্ত হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) বলেছেন—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

কেউ যখন ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, তখন অন্তর্যামী রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তিনি তখন সেই শ্রোতার হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর করে দেন। *হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি* —তিনি চিত্তের সমস্ত ময়লা বিধৌত করেন। চিত্তের মলের ফলেই জীবের সংসার বন্ধন। কেউ যখন তাঁর চিত্তকে নির্মল করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণভক্তির স্বাভাবিক স্তরে উন্নীত হন এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। তাই ভক্তিপথের সমস্ত মহাত্মারা দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রবণের পন্থা অনুমোদন করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র সমবেতভাবে কীর্তন করার পন্থা প্রবর্তন করে গেছেন, কারণ **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**— কেবল এই মহামন্ত্র শ্রবণ করার ফলে পবিত্র হওয়া যায় (*চেতোদর্পণ মার্জনম্*)। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে মুখ্যত এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে চিত্ত যখন নির্মল হয়, তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসা যায় এবং তারপর *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করা যায়। এইভাবে জড় কলুষ থেকে ক্রমশ মুক্ত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৮) বলা হয়েছে—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

"নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ এবং শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে হৃদয়ের সমস্ত অভদ্র প্রায় বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন উত্তম-শ্লোকের দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়, সেই ভগবানের প্রতি নিষ্ঠিতা ভক্তির উদয় হয়।" এইভাবে, কেবল ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার ফলেই, ভক্তের হৃদয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হয়, এবং তখন ভগবানের নিত্যদাস রূপে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ভক্ত যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন তিনি কেবল সত্ত্বগুণেই কর্ম করেন। তখন তিনি প্রসন্ন হন এবং ক্রমশ কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হন।

সমস্ত মহান আচার্যেরা নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষকে যেন ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহলে সাফল্য নিশ্চিত। জড় আসক্তিরূপ হৃদয়ের কলুষ যতই দূরীভূত হয়, ততই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সারমর্ম।

শ্লোক ১২

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১২ ॥

যস্য—যাঁর; **অস্তি**—রয়েছে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অকিঞ্চনা**—নিষ্কাম; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **গুণৈঃ**—সদ্‌গুণের দ্বারা; **তত্র**—সেখানে (সেই ব্যক্তিতে); **সমাসতে**—সম্যক্‌রূপে বিরাজ করে; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **হরৌ**—ভগবানের; **অভক্তস্য**—যে ভক্ত নয়; **কুতঃ**—কোথায়; **মহৎ-গুণাঃ**—সদ্‌গুণাবলী; **মনোরথেন**—মনোধর্মের দ্বারা; **অসতি**—অনিত্য জড় জগতে; **ধাবতঃ**—ধাবমান; **বহিঃ**—বাহ্য বিষয়ে।

অনুবাদ

যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জীবের আদি উৎস। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে যে সমস্ত জীব রয়েছে, তারা সকলেই আমার শাশ্বত বিভিন্ন অংশ। বদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মন সহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" সমস্ত জীবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তারা যখন তাদের মূল কৃষ্ণভাবনা পুনর্জাগরিত করে, তখন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি

তাদের মধ্যে স্বল্প মাত্রায় বিকশিত হয়। কেউ যখন নবধা ভক্তিতে যুক্ত হন (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*), তখন তাঁর হৃদয় নির্মল হয়, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন। তখন তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণগুলি জাগরিত হয়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি লীলার অষ্টম অধ্যায়ে ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, শ্রীপণ্ডিত হরিদাসের গুণাবলীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন—সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর, মধুর বক্তা, মধুর চেষ্টাশীল, মহাধীর, সকলের সম্মানদাতা, সকলের হিতকারী, কৌটিল্যরহিত এবং মাৎসর্যশূন্য। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ গুণ, এবং কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আপনা থেকেই এই গুণগুলি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, বৈষ্ণবের শরীরে সমস্ত সদ্‌গুণের প্রকাশ হয়, এবং এই সমস্ত গুণগুলির মাধ্যমেই চেনা যায় কে বৈষ্ণব এবং কে বৈষ্ণব নয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণবের ছাব্বিশটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যথা—(১) তিনি সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (২) তিনি কারোর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নন। (৩) তিনি সত্যবাদী। (৪) তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী। (৫) তাঁর মধ্যে কেউ কোন দোষ খুঁজে পায় না। (৬) তিনি উদার। (৭) তিনি কোমল। (৮) তিনি সর্বদা পবিত্র। (৯) তিনি অকিঞ্চন। (১০) তিনি অন্য সকলের মঙ্গলের জন্য কার্য করেন। (১১) তিনি শান্ত। (১২) তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। (১৩) তাঁর কোন জড় বাসনা নেই। (১৪) তিনি অত্যন্ত নম্র। (১৫) তিনি স্থির। (১৬) তিনি জিতেন্দ্রিয়। (১৭) তিনি মিতাহারী। (১৮) তিনি মায়ার দ্বারা মোহিত নন। (১৯) তিনি সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। (২০) তিনি নিজের জন্য কোন সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন না। (২১) তিনি গম্ভীর। (২২) তিনি ক্ষমাশীল। (২৩) তিনি মৈত্রীভাবাপন্ন। (২৪) তিনি কবি। (২৫) তিনি দক্ষ। (২৬) তিনি মৌন।

শ্লোক ১৩

হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবান্ শরীরিণা-
মাত্মা ঋষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্ ।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥ ১৩ ॥

হরিঃ—ভগবান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শরীরিণাম্**—জড় দেহ ধারণ করেছে যে সমস্ত জীব তাদের; **আত্মা**—আত্মা; **ঋষাণাম্**—জলচরদের; **ইব**—সদৃশ; **তোয়ম্**—জল; **ঈপ্সিতম্**—অভীষ্ট; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **মহান্**—মহাত্মা; **তম্**—তাঁকে; **যদি**—যদি; **সজ্জতে**—আসক্ত হয়; **গৃহে**—গৃহস্থ-জীবনে; **তদা**—তখন; **মহত্ত্বম্**—মহত্ত্ব; **বয়সা**—বয়সের দ্বারা; **দম্পতীনাম্**—পতি-পত্নীর।

অনুবাদ

জলচর প্রাণী যেমন বিশাল জলাশয়ে থাকতে চায়, তেমনই জীব স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের মহান অস্তিত্বে থাকার বাসনা করে। তাই জড়-জাগতিক বিচারে অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তিও যদি পরমাত্মা ভগবানকে পরিত্যাগ করে গৃহের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তার মহত্ত্ব শূদ্রাদি নীচ জাতিতেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়স দ্বারা যে মহত্ত্ব নিরূপিত হয়, ঠিক সেই রকম। যারা বিষয়ী জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক গুণ হারিয়ে ফেলে।

তাৎপর্য

কুমির যদিও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি পশু, কিন্তু যখন তারা জল থেকে ডাঙ্গার উঠে আসে, তখন তারা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। জলের বাইরে তারা তাদের স্বাভাবিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারে না। তেমনই সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা সমস্ত জীবের উৎস, এবং সমস্ত জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ। জীব যখন সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবের সংস্পর্শে থাকে, তখন সে তার চিন্ময় শক্তি প্রকাশ করে, ঠিক যেভাবে কুমির জলে তার শক্তি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ, জীব যখন চিৎ-জগতে চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত থাকে, তখনই তার মহত্ত্ব দর্শন করা যায়। বহু গৃহস্থ বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও, গৃহের প্রতি আসক্ত। এখানে তাদের জলের বাইরে কুমিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাদের মহত্ত্ব ঠিক তরুণ দম্পতির মতো, যারা অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, তাদের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরের প্রশংসা করে। এই প্রকার মহত্ত্বের বহুমানন কেবল নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরাই করে থাকে।

তাই সকলেরই কর্তব্য সমস্ত জীবের উৎস পরমাত্মার আশ্রয়ের অন্বেষণ করা। গার্হস্থ্য জীবনের তথাকথিত সুখের আশায় সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। বৈদিক সভ্যতায় কেবল পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রকার পঙ্গু জীবন অনুমোদন করা

হয়েছে। তারপর গৃহস্থ জীবন পরিত্যাগ করে, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য বানপ্রস্থ আশ্রম অথবা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তস্মাদ্রজোরাগবিষাদমন্যু-
মানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্ ।
হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়মিতি ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **রজঃ**—রজোগুণের অথবা জড় বাসনার; **রাগ**—বিষয়াসক্তি; **বিষাদ**—তারপর নৈরাশ্য; **মন্যু**—ক্রোধ; **মান-স্পৃহা**—সমাজে সম্মানিত হওয়ার বাসনা; **ভয়**—ভয়; **দৈন্য**—দারিদ্র্যের; **অধিমূলম্**—মূল কারণ; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **গৃহম্**—গৃহস্থ জীবন; **সংসৃতি-চক্রবালম্**—জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র; **নৃসিংহ-পাদম্**—ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্ম; **ভজত**—আরাধনা; **অকুতঃ-ভয়ম্**—নির্ভীকতার আশ্রয়; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব হে অসুরগণ, গৃহস্থ জীবনের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে নির্ভীকতার প্রকৃত আশ্রয় শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ কর। গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তিই রাগ, বিষয়তৃষ্ণা, বিষাদ, ক্রোধ, স্পৃহা, ভয়, মান, প্রভৃতির মূল কারণ, যার ফল হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র।

শ্লোক ১৫

কেতুমালেঽপি ভগবান্ কামদেবস্বরূপেণ লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া প্রজাপতের্দুহিতৃণাং পুত্রাণাং তদ্বর্ষপতীনাং পুরুষায়ুষাহোরাত্রপরি-সংখ্যানানাং যাসাং গর্ভা মহাপুরুষমহাস্ত্রতেজসোদ্বেজিতমনসাং বিধ্বস্তা ব্যসবঃ সংবৎসরান্তে বিনিপতন্তি ॥ ১৫ ॥

কেতুমালে—কেতুমালবর্ষ নামক ভূখণ্ডে; **অপি**—ও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **কামদেব-স্বরূপেণ**—কামদেব বা প্রদ্যুম্ন রূপে; **লক্ষ্ম্যাঃ**—লক্ষ্মীদেবীর;

প্রিয়-চিকীর্ষয়া—সন্তুষ্ট করার বাসনায়; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **দুহিতৃণাম্**—কন্যাদের; **পুত্রাণাম্**—পুত্রদের; **তৎ-বর্ষ-পতীনাম্**—সেই বর্ষের অধিপতির; **পুরুষ-য়ুষা**—মানুষের আয়ুষ্কালে (প্রায় একশত বৎসর); **অহঃ-রাত্র**—দিন এবং রাত্র; **পরিসংখ্যানানাম্**—সমসংখ্যক; **যাসাম্**—যাদের (কন্যাদের); **গর্ভাঃ**—গর্ভ; **মহা-পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মহা-অস্ত্র**—মহান অস্ত্র (চক্র); **তেজসা**—জ্যোতির দ্বারা; **উদ্বেজিত-মনসাম্**—যাদের মন উদ্বিগ্ন হয়েছে; **বিধবস্তাঃ**—বিধ্বস্ত; **ব্যসবঃ**—মৃত; **সংবৎসর-অন্তে**—বৎসরান্তে; **বিনিপতন্তি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—কেতুমালবর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেবল তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কামদেব রূপে বিরাজমান। তাঁর সেই ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীদেবী, প্রজাপতি সংবৎসর এবং সংবৎসরের পুত্র ও কন্যাগণ। প্রজাপতির কন্যারা হচ্ছেন রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী, এবং তাঁর পুত্রেরা দিনের অধিষ্ঠাতা। প্রজাপতির সন্তানদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার। তারা মানুষের আয়ুষ্কালের (একশ বছরের) প্রতিটি দিন এবং রাত্রির নিয়ন্তা। বৎসরান্তে প্রজাপতির কন্যারা ভগবানের অত্যন্ত জ্যোতির্ময় চক্র দর্শন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার ফলে তাদের সকলের গর্ভপাত হয়।

তাৎপর্য

এই কামদেব, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হন, তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। তার বিশ্লেষণ করে মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*কামদেবস্থিতং বিষ্ণুম্ উপাস্তে* । যদিও এই কামদেব বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁর দেহ চিন্ময় নয়, তা জড়। প্রদ্যুম্ন বা কামদেবরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু একটি জড় শরীর ধারণ করেন, কিন্তু তবুও তাঁর আচরণ চিন্ময়। তিনি জড় শরীর অথবা চিন্ময় শরীর ধারণ করুন, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ সর্ব অবস্থাতেই তাঁর আচরণ চিন্ময়। মায়াবাদীরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহও জড়, কিন্তু তাদের মতামতের ফলে ভগবানের চিন্ময় আচরণ ব্যাহত হয় না।

শ্লোক ১৬

অতীব সুললিতগতি বিলাসবিলসিতরুচিরহাসলেশাবলোকলীলয়া কিঞ্চিদুত্তম্ভিতসুন্দরভ্রূমণ্ডলসুভগবদনারবিন্দশ্রিয়া রমাং রময়ন্নিন্দ্রিয়াণি রময়তে ॥ ১৬ ॥

অতীব—অত্যন্ত; **সু-ললিত**—সুন্দর; **গতি**—গমনভঙ্গি; **বিলাস**—লীলা-বিলাসের দ্বারা; **বিলসিত**—প্রকাশিত; **রুচির**—মনোহর; **হাস-লেশ**—স্মিত হাস্য; **অবলোক-লীলয়া**—অবলোকন লীলার দ্বারা; **কিঞ্চিৎ-উত্তম্ভিত**—ঈষৎ উন্নত; **সুন্দর**—সুন্দর; **ভ্রূ-মণ্ডল**—ভ্রূর দ্বারা; **সুভগ**—শুভ; **বদন-অরবিন্দ-শ্রিয়া**—কমলসদৃশ সুন্দর মুখমণ্ডল; **রমাম্**—লক্ষ্মীদেবীকে; **রময়ন্**—আনন্দিত করে; **ইন্দ্রিয়াণি**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **রময়তে**—আনন্দ দান করেন।

অনুবাদ

কেতুমালবর্ষে ভগবান কামদেব (প্রদ্যুম্ন) অত্যন্ত সুললিত গতিবিলাস এবং সুন্দর মৃদুমধুর হাস্যসহ অবলোকন লীলা প্রকাশপূর্বক ভ্রূযুগল ঈষৎ উন্নত করে তাঁর বদন-কমলের শোভার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ বিধান করেন। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের দিব্য ইন্দ্রিয়ের আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্লোক ১৭

তদ্ভগবতো মায়াময়ং রূপং পরমসমাধিযোগেন রমা দেবী সংবৎসরস্য রাত্রিষু প্রজাপতের্দুহিতৃভিরুপেতাহঃসু চ তদ্ভর্তৃভিরুপাস্তে ইদং চোদাহরতি ॥ ১৭ ॥

তৎ—তা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **মায়া-ময়ম্**—ভক্তের প্রতি কৃপাময়; **রূপম্**—রূপ; **পরম**—সর্বোচ্চ; **সমাধি-যোগেন**—ভগবানের সেবায় মগ্নচিত্ত; **রমা**—লক্ষ্মীদেবী; **দেবী**—দিব্য রমণী; **সংবৎসরস্য**—সংবৎসর নামক; **রাত্রিষু**—রাত্রিতে; **প্রজা-পতেঃ**—প্রজাপতির; **দুহিতৃভিঃ**—কন্যাগণ সহ; **উপেত**—মিলিত; **অহঃসু**—দিবাভাগে; **চ**—ও; **তৎ-ভর্তৃভিঃ**—পতিগণ সহ; **উপাস্তে**—আরাধনা করেন; **ইদম্**—এই; **চ**—ও; **উদাহরতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী সংবৎসর কালের দিবাভাগে দিনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রজাপতির পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং রাত্রে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রজাপতি-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবানের পরম কৃপাময় রূপ কামদেবের আরাধনা করেন। ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে লক্ষ্মীদেবী নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে *মায়াময়ম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ মায়াবাদীদের বিচার অনুসারে গ্রহণ করা উচিত নয়। *মায়া* শব্দের অর্থ স্নেহ এবং ভ্রম। মাতা যখন স্নেহ সহকারে তাঁর সন্তানের লালন পালন করেন, তখন তাঁকে *মায়াময়ী* বলা হয়। যে রূপেই ভগবান শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হন না কেন, তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহপরায়ণ। তাই এখানে ব্যবহৃত *মায়াময়ম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়।' এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন যে, *মায়াময়ম্* শব্দের অর্থ *কৃপাপ্রচুরম্* অর্থাৎ অত্যন্ত কৃপাময় হতে পারে। তেমনই শ্রীল বীররাঘব বলেছেন, *মায়াপ্রচুরমাত্মীয়সঙ্কল্পেন পরিগৃহীতমিত্যর্থঃ জ্ঞানপর্যায়োঽত্র মায়াশব্দঃ*—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কেউ যখন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়, তখন তাঁকে *মায়াময়* বলে বর্ণনা করা হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *মায়াময়ম্* শব্দটি *মায়া* এবং *আময়ম্* এই দুটি শব্দের সন্ধি। তিনি সেই শব্দ দুটি বিশ্লেষণ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, জীব যেহেতু মায়ারূপ রোগের দ্বারা আচ্ছন্ন, ভগবান তাই সর্বদা মায়ার বন্ধন থেকে তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করতে অত্যন্ত উৎসুক, এবং তিনি মায়াজনিত রোগের নিরাময় করেন।

শ্লোক ১৮

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূঁ ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্বগুণবিশেষৈ-র্বিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাং চাধিপতয়ে ষোড়শকলায়চ্ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ ॥ ১৮ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **হ্রাম্ হ্রীম্ হ্রূম্**—মন্ত্রের বীজ, সিদ্ধি লাভের জন্য যা জপ করা হয়; **ওঁ**—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **হৃষীকেশায়**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান হৃষীকেশকে; **সর্ব-গুণ**—সমস্ত দিব্য গুণ সমন্বিত; **বিশেষৈঃ**—সমস্ত বৈচিত্র্যসহ; **বিলক্ষিত**—বিশেষভাবে দৃষ্ট; **আত্মনে**—সমস্ত জীবের আত্মাকে; **আকূতীনাম্**—সমস্ত কার্যকলাপের; **চিত্তীনাম্**—সর্বপ্রকার জ্ঞানের; **চেতসাম্**—সংকল্প, ইচ্ছা আদি মনের ক্রিয়াকে; **বিশেষাণাম্**—তাদের বিষয়ের; **চ**—এবং; **অধিপতয়ে**—অধিপতিকে; **ষোড়শ-কলায়**—সৃষ্টির ষোলটি মূল উপাদান (যথা পঞ্চতন্মাত্র এবং মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয়) যাঁর অংশ; **ছন্দঃ-ময়ায়**—সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের যিনি ভোক্তা; **অন্ন-ময়ায়**—যিনি সমস্ত

জীবদের জীবন ধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরবরাহ করার মাধ্যমে পালন করেন; **অমৃত-ময়ায়**—যিনি অমৃতত্ব দান করেন; **সর্ব-ময়ায়**—যিনি সর্বব্যাপ্ত; **সহসে**—শক্তিমান; **ওজসে**—যিনি ইন্দ্রিয়ের তেজ প্রদান করেন; **বলায়**—যিনি দেহের শক্তি প্রদান করেন; **কান্তায়**—সমস্ত জীবের যিনি পরম পতি বা প্রভু; **কামায়**—যিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ করেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **উভয়ত্র**—সর্বদা (দিন এবং রাত্রে অথবা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে); **ভূয়াৎ**—সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।

অনুবাদ

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এবং সবকিছুর উৎস ভগবান হৃষীকেশকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দেহ, মন এবং বুদ্ধির সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন পরম অধিপতি। তাদের সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা। পঞ্চতন্মাত্র এবং মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয় তাঁরই আংশিক প্রকাশ। তিনি জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, যা তাঁর শক্তি হওয়ার ফলে তাঁর থেকে অভিন্ন। তিনি সকলের দৈহিক এবং মানসিক শক্তির কারণ, যা তাঁর থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পতি এবং তিনিই তাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন। সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আরাধনা করা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদা আমাদের প্রতি অনুকূল হোন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মায়াময়* শব্দটির অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করে বোঝান হয়েছে, কিভাবে ভগবান বিভিন্নরূপে তাঁর কৃপা বিস্তার করেন। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—ভগবানের শক্তি বিভিন্নভাবে বোঝা যায়। এই শ্লোকে তাঁকে সবকিছুর মূল উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, কার্যকলাপ, তেজ, দেহের বল, মানসিক শক্তি এবং জীবনের আবশ্যকতাগুলি সংগ্রহ করার সংকল্প—সবকিছুরই উৎস হচ্ছেন ভগবান। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শক্তি সবকিছুতেই উপলব্ধি করা যায়। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (৭/৮) বর্ণনা করা হয়েছে, *রসোঽহম্ অপ্সু কৌন্তেয়*—জলের স্বাদও হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত বস্তুর আবশ্যকতা হয়, সেই সবেরই মূল কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবানের বন্দনাকারী এই শ্লোকটি রচনা করেছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী রমাদেবী এবং তা চিন্ময় শক্তি সমন্বিত। শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সকলের

এই মন্ত্র জপ করা উচিত; তাহলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যাবে। জড় জগতের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার জন্য এই মন্ত্র জপ করা যেতে পারে, এবং মুক্তির পর বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের আরাধনা করার সময়ও এই মন্ত্র জপ করা যেতে পারে। সমস্ত মন্ত্রই অবশ্য এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনের জন্য, এবং সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৪) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে, গভীর আত্মপ্রত্যয় সহকারে আমার সেবা করার চেষ্টা করে, আমার সম্মুখে প্রণত হয়ে, মহাত্মারা নিরন্তর ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করেন।" যে ভক্ত এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে মহামন্ত্র বা অন্য মন্ত্র কীর্তন করেন, তাঁকে বলা হয় নিত্যযুক্ত উপাসক।

শ্লোক ১৯

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্ ।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ং ধনায়ূংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ ॥ ১৯ ॥

স্ত্রিয়ঃ—সমস্ত রমণীরা; **ব্রতৈঃ**—উপবাস আদি ব্রত পালন করে; **ত্বা**—আপনি; **হৃষীকেশ্বরম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **স্বতঃ**—স্বয়ং; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **লোকে**—এই জগতে; **পতিম্**—পতি; **আশাসতে**—প্রার্থনা করে; **অন্যম্**—অন্য; **তাসাম্**—সেই সমস্ত রমণীদের; **ন**—না; **তে**—পতিগণ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পরিপান্তি**—রক্ষা করতে সক্ষম; **অপত্যম্**—সন্তান; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **ধন**—ধন; **আয়ূংষি**—আয়ু; **যতঃ**—যেহেতু; **অস্বতন্ত্রাঃ**—অধীন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। তাই যে সমস্ত রমণীরা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পতি কামনা করে নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন করে, তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন। তারা জানে না যে, সেই প্রকার পতি তাদের অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে পারে না। এমনকি তারা তাদের

নিজেদের ধন অথবা আয়ুও রক্ষা করতে পারে না, কারণ তারা নিজেরাই কাল, কর্ম এবং গুণের অধীন। কিন্তু এই কাল, কর্ম এবং গুণ আপনার অধীন।

তাৎপর্য

যোগ্য পতি লাভের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত রমণীরা ভগবানের পূজা করে, এই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবী তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন। যদিও এই সমস্ত রমণীরা সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, দীর্ঘ আয়ু ইত্যাদি কাম্য বস্তু লাভ করার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সুখী হতে পারে না। এই জড় জগতে তথাকথিত সমস্ত পতিরা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই রকম অনেক স্ত্রীর উদাহরণ রয়েছে, যাদের পতিরা তাদের কর্মফলের উপর নির্ভর করে তাদের পত্নী, সন্তান, ধন-সম্পদ, এমনকি তাদের নিজেদের জীবন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না। তাই বস্তুতপক্ষে সমস্ত রমণীর একমাত্র পতি হচ্ছেন পরম পতি শ্রীকৃষ্ণ। গোপীরা যেহেতু ছিলেন নিত্য মুক্ত, তাই তাঁরা সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের পতিদের পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের প্রকৃত পতিরূপে বরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোপীদেরই পতি নন, তিনি সমস্ত জীবের পতি। সকলেরই পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের প্রকৃত পতি। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবেরা পুরুষ নয়, তারা হচ্ছে প্রকৃতি (স্ত্রী)। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥

"তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ এবং বিভু।"

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং জীবেরা হচ্ছে প্রকৃতি। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভোক্তা এবং সমস্ত জীবেরা তাঁর ভোগ্য। তাই যে স্ত্রী তার রক্ষার জন্য জড় দেহধারী পতির অন্বেষণ করে অথবা যে পুরুষ কোন রমণীর পতি হওয়ার বাসনা করে, তারা উভয়েই মায়ার প্রভাবেই আচ্ছন্ন। পতি হওয়ার অর্থ হচ্ছে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের ধন-সম্পদ এবং সুরক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে ভরণ-পোষণ করা। কিন্তু, জড় জগতের কোন পতি তা করতে পারে না, কারণ সে তার কর্মের উপর নির্ভরশীল। *কর্মণা দৈবনেত্রেণ*—তার পরিস্থিতি নির্ধারিত হয় তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে। তাই কেউ যখন গর্বভরে মনে করে যে, সে তার পত্নীকে রক্ষা করতে

পারে, সে অবশ্যই মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পতি এবং তাই এই জড় জগতে পতি-পত্নীর যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক চরম সম্পর্ক হতে পারে না। জীবের যেহেতু বিবাহ করার বাসনা রয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বক তথাকথিত পতিকে একটি পত্নী লাভের সুযোগ দেন, এবং পত্নীকে তথাকথিত পতি বরণের সুযোগ দেন, যাতে তারা পরস্পরের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা*—ভগবান সকলের জন্যই তার বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি জীবই প্রকৃতি বা স্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পতি।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥
(*চৈতন্য-চরিতামৃত আদি* ৫/১৪২)

শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সকলের ঈশ্বর বা পতি, এবং যে সমস্ত জীবেরা তথাকথিত পতি অথবা পত্নীর রূপ ধারণ করেছে, তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে নাচছে। তথাকথিত পতি তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তার পত্নীর সাথে মিলিত হতে পারে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের দ্বারা, তাই তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পতি।

শ্লোক ২০

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্ ।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পতিঃ**—পতি; **স্যাৎ**—হতে পারে; **অকুতঃ-ভয়ঃ**—যিনি কারোর ভয়ে ভীত নন; **স্বয়ম্**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **সমন্ততঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **পাতি**—পালন করেন; **ভয়-আতুরম্**—অত্যন্ত ভয়ার্ত; **জনম্**—ব্যক্তি; **সঃ**—অতএব তিনি; **একঃ**—এক; **এব**—কেবল; **ইতরথা**—অন্যথা; **মিথঃ**—পরস্পর; **ভয়ম্**—ভয়; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-লাভাৎ**—আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার থেকে; **অধি**—অধিক; **মন্যতে**—মনে করে; **পরম্**—অন্য বস্তু।

অনুবাদ

যিনি কখনও ভীত হন না, পক্ষান্তরে যিনি সমস্ত ভয়ার্ত ব্যক্তিদের পূর্ণরূপে আশ্রয় প্রদান করতে পারেন, তিনিই কেবল পতি অথবা রক্ষক হতে পারেন। তাই, হে ভগবান, আপনিই হচ্ছেন একমাত্র পতি, এবং অন্য কেউ সেই পদ দাবি করতে পারে না। আপনি যদি একমাত্র পতি না হন, তা হলে আপনি অন্যদের ভয়ে ভীত হতেন। তাই যাঁরা বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত, তাঁরা কেবল আপনাকেই সকলের পতি বলে স্বীকার করেন, এবং তাঁরা মনে করেন যে, আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ পতি বা রক্ষক আর কেউ হতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে পতি বা অভিভাবকের অর্থ স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মানুষ পতি হতে চায়, অভিভাবক হতে চায়, রাজ্যপাল হতে চায় অথবা রাজনৈতিক নেতা হতে চায়, কিন্তু তারা এই সমস্ত উচ্চ পদের প্রকৃত অর্থ না জেনেই সেই পদগুলির অভিলাষ করে। সারা পৃথিবী জুড়ে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বহু ব্যক্তি রয়েছে, যারা কিছুকালের জন্য পতি হওয়ার, রাজনৈতিক নেতা হওয়ার বা অভিভাবক হওয়ার দাবি করে, কিন্তু যথা সময়ে ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তারা তাদের সেই পদ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তাদের কর্ম-জীবনের সমাপ্তি হয়। তাই যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতারূপে, পতিরূপে বা পালকরূপে বরণ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলেছেন, *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি*—"আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত করব।" কৃষ্ণ কারোর ভয়ে ভীত নন। পক্ষান্তরে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত। তাই তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধীনস্থ জীবদের রক্ষা করতে পারেন। যেহেতু তথাকথিত নেতারা অথবা পরিচালকেরা সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, তারা কখনও কাউকে পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করতে পারে না, যদিও তারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সেই ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবি করে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—মানুষেরা জানে না যে, জীবনের প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে পতি বলে বরণ করা। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, পতি অথবা অভিভাবকদের সর্বশক্তিমান হওয়ার অভিনয় করে নিজেদের এবং অন্যদের প্রতারণা করার পরিবর্তে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করা উচিত, যাতে সকলেই তাদের পরম পতি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২১

যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং
নিকাময়েৎ সাখিলকামলম্পটা ।
তদেব রাসীপ্সিতমীপ্সিতোঽর্চিতো
যদ্ভগ্নযাচ্ঞা ভগবন্ প্রতপ্যতে ॥ ২১ ॥

যা—যে রমণী; **তস্য**—তাঁর; **তে**—আপনার; **পাদ-সরোরুহ**—শ্রীপাদপদ্মের; **অর্হণম্**—আরাধনা; **নিকাময়েৎ**—সর্বতোভাবে কামনা করে; **সা**—সেই রমণী; **অখিল-কাম-লম্পটা**—সর্বপ্রকার জড় কামনা-বাসনা পোষণ করা সত্ত্বেও; **তৎ**—তা; **এব**—কেবল; **রাসি**—আপনি পুরস্কৃত করেন; **ঈপ্সিতম্**—অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **ঈপ্সিতঃ**—আকাঙ্ক্ষা করে; **অর্চিতঃ**—উপাসনা করে; **যৎ**—যা থেকে; **ভগ্ন-যাচ্ঞা**—যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কামনা করার ফলে ভগ্নচিত্ত হয়েছে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **প্রতপ্যতে**—দুঃখ ভোগ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, যে রমণী বিশুদ্ধ প্রেমে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। তবে যে রমণী অন্য কোন অভিলাষ নিয়ে আপনার আরাধনা করেন, আপনি অচিরেই তার বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু চরমে তিনি ভগ্নহৃদয় হয়ে অনুশোচনা করেন। তাই কোন জড় উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে বলেছেন *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্* । কোন জড় বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, সকাম কর্ম বা মনোধর্মী জ্ঞানের সাফল্য অর্জনের জন্য ভগবানের আরাধনা করা উচিত নয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক যেভাবে তিনি যা চান সেইভাবে তাঁর সেবা করা। তাই নবীন ভক্তদের শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রপ্রদত্ত বিধিবিধান অনুযায়ী নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, তিনি ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন, এবং যখন তাঁর সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম জাগরিত হয়, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে, অন্যাভিলাষিতাশূন্য হয়ে ভগবানের সেবা করেন। সেই অবস্থাটিই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের আদর্শ স্তর। ভগবান তখন অযাচিতভাবে সেই ভক্তের

সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন এবং তাঁকে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২২) প্রতিজ্ঞা করেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

সর্বতোভাবে যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, ভগবান স্বয়ং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁর যা আছে তা তিনি রক্ষা করেন, এবং তাঁর যা প্রয়োজন তা তিনি সরবরাহ করেন। তাই জড়-জাগতিক অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের কাছে কোন কিছু চাওয়ার কি প্রয়োজন? এই প্রকার প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্ত যদি চায় ভগবান তার কোন বিশেষ বাসনা চরিতার্থ করবেন, তা হলেও সেই ভক্তকে সকাম ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), চার প্রকার সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন। তাঁরা হচ্ছেন আর্ত, ধন-সম্পদ লাভের অভিলাষী, জিজ্ঞাসু এবং পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের অভিলাষী।" আর্ত এবং অর্থার্থী হয়ে যারা ভগবানের শরণাগত হয়, তাদের আপাতদৃষ্টিতে সকাম ভক্ত বলে মনে হলেও তারা সকাম ভক্ত নয়। নবীন ভক্ত হওয়ার ফলে তারা অজ্ঞ। *ভগবদ্গীতায়* পরে ভগবান বলেছেন, *উদারাঃ সর্ব এবৈতে*—তারা সকলেই উদার। প্রথমে ভক্তের কোন বাসনা থাকলেও যথা সময়ে তা দূর হয়ে যাবে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।"

কেউ যদি কোন জড় বিষয় চায়ও, তা হলে তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করা উচিত। কেউ যদি তার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দেবতাদের শরণাগত হয়, তা হলে তাকে নষ্টবুদ্ধি বলে বিবেচনা করা হবে। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলেছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড় বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা অন্য দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।"

যারা জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সমস্ত ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবান হচ্ছেন কামদেব, এবং তাই তাঁর কাছে কোন জড়-জাগতিক বস্তু প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলছেন যে, সকলেরই কর্তব্য অন্যাভিলাষিতাশূন্য হয়ে কেবল তাঁর সেবা করা। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তাই তিনি সকলের মনের সমস্ত কথা জানেন, এবং যথা সময়ে তিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। তাই কোন রকম জড়-জাগতিক প্রার্থনা নিয়ে তাঁকে বিরক্ত না করে সর্বতোভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

শ্লোক ২২

মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশসুরাসুরাদয়-
স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ ।
ঋতে ভবৎপাদপরায়ণান্ন মাং
বিন্দন্ত্যহং ত্বদ্দয়া যতোঽজিত ॥ ২২ ॥

মৎ-প্রাপ্তয়ে—আমার কৃপা লাভ করার জন্য; **অজ**—ব্রহ্মা; **ঈশ**—শিব; **সুর**—ইন্দ্র, চন্দ্র এবং বরুণ আদি দেবতারা; **অসুর-আদয়ঃ**—এবং অসুরেরা; **তপ্যন্তে**—অনুষ্ঠান করে; **উগ্রম্**—কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা; **ঐন্দ্রিয়ে ধিয়ঃ**—যাদের মন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন; **ঋতে**—যতক্ষণ পর্যন্ত না; **ভবৎ-পদ-পরায়ণাৎ**—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত; **ন**—না; **মাম্**—আমাকে; **বিন্দন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **অহম্**—আমি; **ত্বৎ**—আপনাতে; **হৃদয়াঃ**—যাঁর হৃদয়; **যতঃ**—অতএব; **অজিত**—হে অজিত।

অনুবাদ

হে পরম অজিত ভগবান! ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সুর ও অসুরেরা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন হন, তখন তাঁরা আমার বর লাভ করার জন্য

কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত না হলে, আমি কাউকেই কৃপা করি না, তা তিনি যত মহৎই হোন না কেন। যেহেতু আমি আপনাকে সর্বদা আমার হৃদয়ে ধারণ করি, তাই ভক্ত ব্যতীত অন্য কাউকে আমি কৃপা করতে পারি না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কোন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে কৃপা করেন না। যদিও কখনও কখনও কোন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী বলে প্রতিভাত হন, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবী দান করেন না, তা দান করেন লক্ষ্মীদেবীর অংশরূপা দুর্গাদেবী। যাঁরা জড় ঐশ্বর্য কামনা করে, তারা *ধনং দেহি রূপং দেহি ভার্যাং মনোরমা দেহি* অর্থাৎ "হে দুর্গাদেবী, দয়া করে আপনি আমাকে ধন দিন, বল দিন, যশ দিন, সুন্দরী পত্নী দিন" ইত্যাদি—এই মন্ত্রের দ্বারা দুর্গাদেবীর পূজা করে। দুর্গাদেবীর প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করা যায়, কিন্তু যেহেতু সেগুলি অনিত্য, তার ফলে কেবল মায়াসুখই লাভ হয়। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *মায়াসুখায় ভরম্ উদ্বহতো বিমূঢ়ান্*—যারা জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তারা বিমূঢ়, কারণ এই সুখ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ প্রমুখ ভক্তেরা অতুলনীয় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য মায়াসুখ ছিল না। ভক্ত যখন অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন, সেই ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবীর দান, যিনি সর্বদা নারায়ণের হৃদয়ে বিরাজ করেন।

দুর্গাদেবীর বন্দনা করে মানুষ যে জড় ঐশ্বর্য লাভ করে, তা অনিত্য। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—যাদের বুদ্ধি অত্যন্ত কম, তারাই অনিত্য সুখের বাসনা করে। আমরা দেখেছি যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের এক শিষ্য যখন তাঁর গুরুর সম্পত্তি ভোগ করতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীগুরুদেব তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে সেই সমস্ত অনিত্য সম্পত্তি দান করেছিলেন, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার শক্তি দান করেননি। যে শিষ্য কেবল শ্রীগুরুদেবের সেবাই করতে চান অথচ তাঁর কাছ থেকে কোন জড়-জাগতিক কিছু চান না, সেই শিষ্যকেই শ্রীগুরুদেব ভগবানের বাণী প্রচার করার শক্তিরূপী বিশেষ কৃপা প্রদান করেন। রাবণের কাহিনী তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। রাবণ যদিও শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে তা করতে

পারেনি। যে সীতাদেবীকে সে বলপূর্বক হরণ করেছিল, তিনি প্রকৃত সীতাদেবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মায়া বা দুর্গাদেবীর প্রকাশ। তার ফলে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করার পরিবর্তে রাবণ দুর্গাদেবীর প্রভাবে সবংশে নিহত হয়েছিল (*সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধন-শক্তিরেকা*)।

শ্লোক ২৩

স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং
করাম্বুজং যত্ত্বদধায়ি সাত্বতাম্ ।
বিভর্ষি মাং লক্ষ্ম্ন বরেণ্য মায়য়া
ক ঈশ্বরস্যেহিতমূহিতুং বিভুরিতি ॥ ২৩ ॥

সঃ—তা; **ত্বম্**—আপনি; **মম**—আমার; **অপি**—ও; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **শীর্ষ্ণি**—মস্তকে; **বন্দিতম্**—উপাসিত; **কর-অম্বুজম্**—আপনার করকমল; **যৎ**—যা; **ত্বৎ**—আপনার দ্বারা; **অধায়ি**—স্থাপন করেন; **সাত্বতাম্**—ভক্তদের মস্তকে; **বিভর্ষি**—আপনি পালন করেন; **মাম্**—আমাকে; **লক্ষ্ম্ন**—আপনার বক্ষে চিহ্নরূপে; **বরেণ্য**—হে পূজনীয়; **মায়য়া**—ছলনার দ্বারা; **কঃ**—কে; **ঈশ্বরস্য**—পরম ঈশ্বরের; **ঈহিতম্**—বাসনা; **ঊহিতুম্**—যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝতে; **বিভুঃ**—সমর্থ; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, আপনার করকমল সমস্ত আশীর্বাদের উৎস। তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তেরা সেই করকমলের বন্দনা করেন এবং আপনি কৃপাপূর্বক তা তাদের মস্তকে স্থাপন করেন। কৃপাপূর্বক আপনি আমার মস্তকেও সেই করকমল স্থাপন করুন। যদিও আপনি স্বর্ণরেখা চিহ্নরূপে আমাকে আপনার বক্ষস্থলে ধারণ করেন তবু আমার মনে হয় আপনি কেবল আমাকে বাহ্যে আদর প্রদর্শন করেন। আপনার প্রকৃত কৃপা আপনি আপনার অন্তরঙ্গ ভক্তদের দান করেন, আমাকে নয়। আপনি পরমেশ্বর, আপনার উদ্দেশ্য কেউই বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বহু স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর বক্ষস্থলে সতত বিরাজমান পত্নীর থেকে তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক অনুরক্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/১৫) বলা হয়েছে—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ব্রহ্মা, শিব, সঙ্কর্ষণ (সৃষ্টির মূলীভূত কারণ), লক্ষ্মীদেবী, এমনকি তাঁর নিজের থেকেও তাঁর ভক্তেরা তাঁর কাছে অধিক প্রিয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (১০/৯/২০) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি যে কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দান করতে পারেন, তিনি ব্রহ্মা, শিব, এমনকি তাঁর অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর থেকেও গোপিকাদের প্রতি অধিক কৃপা প্রদর্শন করেছেন। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৪৭/৬০) আরও বলা হয়েছে—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥

"গোপিকারা ভগবানের কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, যা লক্ষ্মীদেবী অথবা স্বর্গের পরমা সুন্দরী অপ্সরারাও লাভ করতে পারেননি। রাসনৃত্যের সময় ভগবান পরম সৌভাগ্যবতী গোপিকাদের তাঁর ভুজদণ্ডের দ্বারা কণ্ঠ আলিঙ্গন করে নৃত্য করেছিলেন। ভগবানের এই প্রকার অহৈতুকী অনুগ্রহ লাভ করেছেন যে গোপিকারা, তাঁদের সঙ্গে আর কারও তুলনা হতে পারে না।"

চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, গোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, কেউই ভগবানের প্রকৃত কৃপা লাভ করতে পারে না। এমনকি লক্ষ্মীদেবীও বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও, এই প্রকার অনুগ্রহ লাভ করতে পারেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্পর্কে ব্যেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, যা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*মধ্য লীলা* ৯/১১১-১৩১) বর্ণিত হয়েছে—

"প্রভু কহে,—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি ॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥

এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল ।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার ॥
ভট্ট কহে, কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥
তার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম ।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম নহে নাশ ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥
প্রভু কহে,—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি ।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥
লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥
শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ।
ভট্ট কহে,—ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥
আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ ।
স্বমাধুর্যে সর্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে ।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

অর্থাৎ, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যেঙ্কট ভট্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবী সর্বদা নারায়ণের বক্ষে বিলাস করেন, এবং নিঃসন্দেহে তিনি পতিব্রতা রমণীদের শিরোমণি। আর আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন গোপবালক তাঁর কাজই

হচ্ছে গাভী চরানো। তা হলে এত সাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মীদেবী কেন তাঁর সঙ্গ করতে চান? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের জন্য লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের সমস্ত দিব্য সুখ পরিত্যাগ করে, দীর্ঘকাল ধরে ব্রতসহ অন্তহীন তপস্যা করেছিলেন।'

"ব্যেঙ্কট ভট্ট তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ আর নারায়ণ একই স্বরূপ, কিন্তু বৈদগ্ধ্য ইত্যাদি গুণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা অধিক আস্বাদনীয়। তা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সমূহের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। যেহেতু কৃষ্ণ এবং নারায়ণ একই ব্যক্তি, তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করার ফলে লক্ষ্মীদেবীর পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে লক্ষ্মীদেবী যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে চেয়েছিলেন, তাতে অধিক কৌতুক হয়। লক্ষ্মীদেবী বিবেচনা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করার ফলে তাঁর পতিব্রতা-ধর্ম নাশ হবে না। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ প্রভাবে তিনি রাসনৃত্যের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। তাই তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে চান, তাতে দোষ কোথায়? তুমি কেন তা নিয়ে পরিহাস করছ?'

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি জানি, তাতে লক্ষ্মীদেবীর কোন দোষ হয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি তো রাসলীলায় প্রবেশ করতে পারলেন না। সেই কথা আমরা শাস্ত্র থেকে শুনেছি। কিন্তু বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক ঋষিরা দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, এবং তপস্যার প্রভাবে তাঁরা রাসলীলায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তুমি কি বলতে পার লক্ষ্মীদেবী সেই সুযোগ পেলেন না কেন?'

"তার উত্তরে ব্যেঙ্কট ভট্ট বললেন, 'আমি সাধারণ জীব, আমার বুদ্ধি সীমিত, আর তার উপর আমি সর্বদা অস্থির। তাই আমার পক্ষে এই ঘটনার রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। ভগবানের লীলা-বিলাস আমি বুঝব কি করে? তা তো কোটি সমুদ্র থেকেও গভীর।'

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তরে বলেছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি তাঁর মাধুর্যের দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজলোক বা গোলোক বৃন্দাবনের অধিবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পাওয়া যায়। কিন্তু, সেই ব্রজবাসীরা জানেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা না জেনে নন্দ মহারাজ, মা যশোদা, গোপিকা আদি ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পুত্র অথবা প্রেমিক বলে মনে করেন। মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে কখনও উদূখলে বাঁধেন। শ্রীকৃষ্ণের সখারা তাঁকে একজন সাধারণ বালক বলে মনে করে তাঁর কাঁধে চড়েন। ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা নেই।' "

অতএব তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্রজবাসীদের পূর্ণ কৃপা লাভ না করলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করা যায় না। তাই কেউ যদি এই বিশুদ্ধ প্রেমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত ব্রজবাসীদের সেবা করতে হবে।

শ্লোক ২৪

রম্যকে চ ভগবতঃ প্রিয়তমং মাৎস্যমবতাররূপং তদ্বর্ষপুরুষস্য মনোঃ প্রাক্ প্রদর্শিতম্ স ইদানীমপি মহতা ভক্তিযোগেনারাধয়তীদং চোদাহরতি ॥ ২৪ ॥

রম্যকে চ—রম্যকবর্ষেও; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রিয়-তমম্**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; **মাৎস্যম্**—মৎস্য; **অবতার-রূপম্**—অবতার রূপ; **তৎ-বর্ষ-পুরুষস্য**—সেই বর্ষের অধিপতি; **মনোঃ**—মনুর; **প্রাক্**—পূর্বে (চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্তে); **প্রদর্শিতম্**—প্রদর্শন করেছিলেন; **সঃ**—সেই মনু; **ইদানীম্ অপি**—এখনও পর্যন্ত; **মহতা-ভক্তি-যোগেন**—ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে; **আরাধয়তি**—ভগবানের আরাধনা করেন; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **উদাহরতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—রম্যকবর্ষে, যেখানকার অধিপতি হচ্ছেন বৈবস্বত মনু, সেখানে ভগবান পূর্বে (চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্তে) মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈবস্বত মনু এখনও শুদ্ধ ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করে মৎস্য অবতারের আরাধনা করেন।

শ্লোক ২৫

ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ সত্ত্বায় প্রাণায়ৌজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নম ইতি ॥ ২৫ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—ভগবানকে; **মুখ্যতমায়**—প্রথম অবতারকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **সত্ত্বায়**—শুদ্ধ সত্ত্বকে; **প্রাণায়**—জীবনের উৎস; **ওজসে**—ইন্দ্রিয়ের শক্তির উৎস; **সহসে**—সমস্ত মানসিক শক্তির উৎস; **বলায়**—দৈহিক শক্তির উৎস; **মহা-মৎস্যায়**—মহামৎস্য অবতারকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

আমি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি প্রাণ, বল, ওজস এবং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের উৎস। সমস্ত অবতারদের মধ্যে তিনিই প্রথম মহামৎস্য অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি পুনরায় তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী গেয়েছেন—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

সৃষ্টির অল্পকাল পরেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়েছিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (কেশব) বেদ রক্ষা করার জন্য মহামৎস্য রূপে অবতরণ করেছিলেন। তাই মনু তাঁকে *মুখ্যতম* অর্থাৎ প্রথম আবির্ভূত অবতার বলে সম্বোধন করেছেন। সাধারণত মৎস্যকে তম এবং রজোগুণযুক্ত বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, ভগবানের প্রতিটি অবতার পূর্ণরূপে শুদ্ধ-সাত্ত্বিক। ভগবানের মূল শুদ্ধ সত্ত্বগুণের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই এখানে *সত্ত্বায়* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। ভগবানের বরাহ, কূর্ম, হয়গ্রীব আদি বহু অবতার রয়েছেন। তাঁদের কখনও জড়-জাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। তাঁরা সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত।

শ্লোক ২৬

অন্তর্বহিশ্চাখিললোকপালকৈ-
রদৃষ্টরূপো বিচরস্যুরুস্বনঃ ।
স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশেঽনয়-
ন্নাম্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **চ**—ও; **অখিল-লোক-পালকৈঃ**—বিভিন্ন গ্রহলোক, সমাজ, রাজ্য ইত্যাদির নেতাদের দ্বারা; **অদৃষ্ট-রূপঃ**—অদৃশ্য; **বিচরসি**—আপনি বিচরণ করেন; **উরু**—অত্যন্ত মহান; **স্বনঃ**—যাঁর ধ্বনি (বৈদিক মন্ত্র); **সঃ**—তিনি;

ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা; **ত্বম্**—আপনি; **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই; **বশে**—নিয়ন্ত্রণে; **অনয়ৎ**—আনয়ন করেছে; **নাম্না**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি বিভিন্ন নামের দ্বারা; **যথা**—ঠিক যেমন; **দারু-ময়ীম্**—কাষ্ঠনির্মিত; **নরঃ**—মানুষ; **স্ত্রিয়ম্**—পুতুল।

অনুবাদ

হে ভগবান, বাজীকর যেভাবে তার পুতুলদের নাচায় এবং পতি যেভাবে তার পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, আদি নাম সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। যদিও আপনি পরম সাক্ষী এবং নির্দেষ্টারূপে সকলের হৃদয়ে রয়েছেন, সেই সঙ্গে আপনি তাদের বাইরেও রয়েছেন, তবুও সমাজ, জাতি, দেশ ইত্যাদির তথাকথিত সমস্ত নেতারা আপনাকে বুঝতে পারে না। কেবল যাঁরা বৈদিক মন্ত্রের শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করেন, তাঁরাই আপনাকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবান *অন্তর্বহিঃ*, অর্থাৎ তিনি সবকিছুর ভিতরে এবং বাইরে বিরাজমান। সকলেরই কর্তব্য ভগবানের মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, অন্তরে এবং বাইরে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৮/১৯) শ্রীমতী কুন্তিদেবী বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, *নটো নাট্যধরো যথা*—"ঠিক নাটকে অভিনয়কারী অভিনেতার মতো"। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—"হে অর্জুন, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন।" ভগবান সকলের হৃদয়ে রয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে বাইরেও রয়েছেন। অন্তরে তিনি পরমাত্মা, উপদেষ্টা এবং সাক্ষীরূপে ভগবানের অবতার। ভগবান যদিও তাদের হৃদয়ে রয়েছেন, তবুও মূর্খ মানুষেরা বলে, "আমি ভগবানকে দেখতে পাই না। আপনি কি ভগবানকে দেখাতে পারেন?"

সকলেই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, ঠিক যেমন পুতুল নাচানেওয়ালা তার পুতুলদের নিয়ন্ত্রণ করে অথবা পতি তার পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্ত্রীকে একটি পুতুলের সঙ্গে তুলনা করা হয় (*দারুময়ী*) কারণ তার কোন স্বাধীনতা নেই। স্ত্রীর কর্তব্য সব সময় পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা। কিন্তু অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণীর স্ত্রী স্বাধীন হতে চায়। স্ত্রীদের কি কথা, সমস্ত জীবই হচ্ছে প্রকৃতি (স্ত্রী) এবং তাই তারা ভগবানের অধীন। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করেছেন (*অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্*)। জীব কখনই স্বাধীন নয়। সর্ব অবস্থাতেই সে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। ভগবান মানব-সমাজের

চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাদের স্বধর্ম পালন করে। এইভাবে, সমাজের সমস্ত মানুষেরাই সর্বদা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ মূর্খতাবশত ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাস রূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা। কেউ যখন এই দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হন এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত না হলে বিভিন্নরূপে মায়া তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই জড় জগতে কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে সে কারও না কারোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অধোক্ষজ ভগবান নারায়ণ সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বৈদিক মন্ত্র অনুসারে প্রতিপন্ন হয়—*একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ* । মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, নারায়ণ একজন সাধারণ জড়-অস্তিত্বসম্পন্ন জীব। যেহেতু তারা জীবের প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই তারা দরিদ্র-নারায়ণ, স্বামী-নারায়ণ, মিথ্যা-নারায়ণ, ইত্যাদি মনগড়া নাম তৈরি করে। কিন্তু, নারায়ণ হচ্ছেন সকলের পরম নিয়ন্তা। এই উপলব্ধিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

শ্লোক ২৭

যং লোকপালাঃ কিল মৎসরজ্বরা
হিত্বা যতন্তোঽপি পৃথক্ সমেত্য চ ।
পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং স্থাণু যদত্র দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥

যম্—যাঁকে (আপনাকে); **লোক-পালাঃ**—ব্রহ্মা আদি মহান লোকপালগণ; **কিল**—অন্যদের কি কথা; **মৎসর-জ্বরাঃ**—যারা মাৎসর্যরূপ ব্যাধিতে ভুগছে; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **যতন্তঃ**—প্রয়াস করে; **অপি**—যদিও; **পৃথক্**—ভিন্ন; **সমেত্য**—মিলিত; **চ**—ও; **পাতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **ন**—না; **শেকুঃ**—সক্ষম; **দ্বি-পদঃ**—দুই পদবিশিষ্ট; **চতুষ্পদঃ**—চতুষ্পদ; **সরীসৃপম্**—সরীসৃপ; **স্থাণু**—স্থাবর; **যৎ**—যা কিছু; **অত্র**—এই জড় জগতে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়।

অনুবাদ

হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের থেকে শুরু করে এই পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত সমস্ত লোকপালেরা আপনার আধিপত্যের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ।

আপনার সাহায্য ব্যতীত তারা স্বতন্ত্রভাবে অথবা মিলিতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য জীবদের পালন করতে পারে না। সমস্ত মানুষদের, পশুদের, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পক্ষী, পাহাড়-পর্বত—এই জড় জগতে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তার সবেরই একমাত্র পালক হচ্ছেন আপনি।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যখন তাদের গবেষণাগারে জীবন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। একেই বলা হয় মায়া। এই প্রবণতা উচ্চতর লোকেও রয়েছে, যেখানে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা বাস করেন। এই জড় জগতে সকলেই, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও অহঙ্কারে মত্ত। তথাকথিত লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের কাছে যখন কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা যায়, তখন তারা বলে, "আপনারা কেবল অনর্থক আপনাদের সময় নষ্ট করছেন। দেখুন, আমি কত অনাহারী ব্যক্তিকে খাওয়াচ্ছি।" দুর্ভাগ্যবশত তাদের নগণ্য প্রচেষ্টা, তা একক হোক অথবা যৌথ হোক, কারও কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

কখনও কখনও তথাকথিত স্বামীরা দরিদ্র মানুষদের দরিদ্র-নারায়ণ বলে মনে করে তাদের ভোজন করাতে তৎপর হয়। তাদের মতে ভগবান ভিক্ষুকরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সেবা না করে, তাদের মনগড়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করাই শ্রেয় বলে মনে করে। তারা বলে, "ভগবান নারায়ণের সেবায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করে কাজ নেই। তার থেকে বরং পৃথিবীর সমস্ত দরিদ্র মানুষদের খাওয়ানই ভাল।" দুর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এককভাবে অথবা রাষ্ট্রসংঘ রূপে মিলিতভাবে তাদের পরিকল্পনা সফল করতে পারে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, কোটি কোটি মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত জীবদের সম্পূর্ণরূপে পালন করছেন ভগবান। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—একজন পুরুষ অর্থাৎ ভগবানই সমস্ত জীবদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করছেন। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের আধিপত্য অস্বীকার করা অসুরদের কাজ। তবুও কখনও কখনও সুর বা ভগবদ্ভক্তেরাও মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা হওয়ার ভ্রান্ত দাবি করে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র তাঁদের পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়েছিলেন, এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

ভবান্ যুগান্তার্ণব ঊর্মিমালিনি
ক্ষোণীমিমামোষধিবীরুধাং নিধিম্ ।
ময়া সহোরু ক্রমতেঽজ ওজসা
তস্মৈ জগৎপ্রাণগণাত্মনে নম ইতি ॥ ২৮ ॥

ভবান্—আপনি; **যুগ-অন্ত-অর্ণবে**—কল্পান্তে প্রলয়ের জলে; **ঊর্মি-মালিনি**—উত্তাল তরঙ্গ সমন্বিত; **ক্ষোণীম্**—পৃথিবী; **ইমাম্**—এই; **ওষধি-বীরুধাম্**—সর্বপ্রকার লতা এবং ওষধির; **নিধিম্**—আগার; **ময়া**—আমার; **সহ**—সঙ্গে; **উরু**—মহান; **ক্রমতে**—আপনি ভ্রমণ করেন; **অজ**—হে অজ; **ওজসা**—তীব্র বেগে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **প্রাণ-গণ-আত্মনে**—জীবনের পরম উৎস; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান! সমস্ত লতা, ওষধি এবং বৃক্ষের আশ্রয়-স্বরূপ এই বসুন্ধরা যখন কল্পান্তে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল প্রলয়-বারিতে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আমাকে সহ এই পৃথিবীকে ধারণ করে, আপনি প্রবল বেগে সমুদ্রে বিচরণ করেছিলেন। হে অজ, আপনি সমগ্র জগতের প্রকৃত নিয়ন্তা, তাই আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা বুঝতে পারে না, কি আশ্চর্যজনকভাবে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা তা খুব ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভক্তেরা দেখতে পান কিভাবে এই জড়া প্রকৃতির সমস্ত আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন ভগবান। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) ভগবান বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণিদের সৃষ্টি করছে। সেই নিয়মে এই জগতের বারবার সৃষ্টি এবং

বিনাশ হয়।" প্রকৃতির সমস্ত আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের তত্ত্বাবধানে। ঈর্ষা পরায়ণ মানুষেরা তা দেখতে পায় না, কিন্তু ভক্ত, এমনকি অত্যন্ত বিনীত এবং অশিক্ষিত হলেও জানেন যে, প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে পরম ঈশ্বরের হাত রয়েছে।

শ্লোক ২৯

হিরণ্ময়েঽপি ভগবান্নিবসতি কূর্মতনুং বিভ্রাণস্তস্য তৎপ্রিয়তমাং তনুমর্যমা সহ বর্ষপুরুষৈঃ পিতৃগণাধিপতিরুপধাবতি মন্ত্রমিমং চানুজপতি ॥২৯॥

হিরণ্ময়ে—হিরণ্ময়বর্ষে; **অপি**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **নিবসতি**—বাস করেন; **কূর্ম-তনুম্**—কূর্মদেহ; **বিভ্রাণঃ**—ধারণ করে; **তস্য**—ভগবানের; **তৎ**—তা; **প্রিয়-তমাম্**—প্রিয়তম; **তনুম্**—দেহ; **অর্যমা**—হিরণ্ময়বর্ষের অধিপতি অর্যমা; **সহ**—সঙ্গে; **বর্ষ-পুরুষৈঃ**—সেই বর্ষবাসীগণ; **পিতৃ-গণ-অধিপতিঃ**—পিতৃদের অধিপতি; **উপধাবতি**—ভক্তি সহকারে আরাধনা করেন; **মন্ত্রম্**—মন্ত্র; **ইমম্**—এই; **চ**—ও; **অনুজপতি**—জপ করেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কূর্মশরীর ধারণ করে বিরাজ করেন। হিরণ্ময়বর্ষের অধিপতি অর্যমা সেই বর্ষবাসী পুরুষদের সঙ্গে ভগবানের সেই প্রিয়তম শ্রীমূর্তির উপাসনা করেন। তাঁরা নিরন্তর এই মন্ত্রটি জপ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রিয়তম* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেক ভক্ত ভগবানের কোন বিশেষ রূপকে তাঁর প্রিয়তম বলে মনে করেন। নাস্তিক মনোভাবের ফলে কিছু মানুষ মনে করে যে, ভগবানের কূর্ম, বরাহ বা মীনরূপ খুব সুন্দর নয়। তারা জানে না যে, ভগবানের যে কোন রূপই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। যেহেতু তাঁর একটি ঐশ্বর্য হচ্ছে অন্তহীন সৌন্দর্য, তাই ভগবানের সব কয়টি অবতারই পরম সুন্দর এবং ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। অভক্তরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতারেরা এই জগতের সাধারণ প্রাণী এবং তাই তারা সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য দর্শন করে। ভক্তরা ভগবানের বিশেষ এক রূপের আরাধনা করেন, কারণ তাঁরা সেই রূপে তাঁকে দর্শন

করতে চান। সে সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) বলা হয়েছে—*অদ্বৈতমচ্যুতম-নাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ* । ভগবানের পরম সুন্দর রূপ সর্বদা নবযৌবন-সম্পন্ন। ভগবানের বিশেষ রূপের ঐকান্তিক ভক্তেরা তাঁর সেই রূপকে পরম সুন্দর বলে দর্শন করেন, এবং তাই তাঁরা নিরন্তর তাঁর সেবায় যুক্ত থাকেন।

শ্লোক ৩০

ওঁ নমো ভগবতে অকূপারায় সর্বসত্ত্বগুণবিশেষণায়ানুপলক্ষিতস্থানায় নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমো নমোঽবস্থানায় নমস্তে ॥ ৩০ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে; **অকূপারায়**—কূর্মরূপে; **সর্ব-সত্ত্ব-গুণ-বিশেষণায়**—যাঁর রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়; **অনুপলক্ষিত-স্থানায়**—যাঁর স্থিতি অলক্ষ্য, সেই আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **বর্ষ্মণে**—সব চাইতে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও যিনি কালের দ্বারা প্রভাবিত নন, সেই আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভূম্নে**—যিনি সর্বগ, সেই মহান পুরুষকে; **নমঃ নমঃ**—বারবার প্রণাম; **অবস্থানায়**—সকলের আশ্রয়; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে প্রভু, কূর্মরূপ ধারণকারী আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আপনি সমস্ত দিব্য গুণের উৎস, এবং সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি জলে বিচরণ করেন, কিন্তু আপনার স্থিতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না। তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার চিন্ময় স্থিতির জন্য আপনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দ্বারা সীমিত নন। আপনি সবকিছুর আশ্রয়রূপে সর্বত্র বিরাজমান এবং তাই আপনাকে বারবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—ভগবান সর্বদা চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ স্থান গোলোকে বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সর্বব্যাপ্ত। ভগবানের ক্ষেত্রেই এই বিরুদ্ধ ভাব সম্ভব, যিনি সর্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত। ভগবানের সর্বব্যাপকতা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি—"হে অর্জুন, পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন।" *ভগবদ্গীতায়* অন্যত্র (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" তাই ভগবান সর্বত্র বিরাজ করলেও সাধারণ চক্ষুর দ্বারা তাঁকে দর্শন করা যায় না। সেই কথা অর্যমা বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *অনুপলক্ষিতস্থান*—তাঁর অবস্থান কেউ লক্ষ্য করতে পারে না। সেটিই হচ্ছে ভগবানের মহিমা।

শ্লোক ৩১

যদ্রূপমেতন্নিজমায়য়ার্পিত-
মর্থস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্ ।
সংখ্যা ন যস্যাস্ত্যযথোপলম্ভনাৎ-
তস্মৈ নমস্তেঽব্যপদেশরূপিণে ॥ ৩১ ॥

যৎ—যাঁর; **রূপম্**—রূপ; **এতৎ**—এই; **নিজ-মায়য়া অর্পিতম্**—আপনার নিজের মায়া-শক্তির দ্বারা প্রকাশিত; **অর্থ-স্বরূপম্**—এই সমগ্র দৃশ্য জগৎ; **বহু-রূপ-রূপিতম্**—বহু রূপে প্রকাশিত; **সংখ্যা**—পরিমাপ; **ন**—না; **যস্য**—যার; **অস্তি**—রয়েছে; **অযথা**—মিথ্যা; **উপলম্ভনাৎ**—উপলব্ধি থেকে; **তস্মৈ**—তাঁকে (ভগবানকে); **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অব্যপদেশ**—মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা যাঁকে নির্ণয় করা যায় না; **রূপিণে**—যাঁর প্রকৃত রূপ।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই দৃশ্য জগৎ আপনার সৃজনী শক্তির অভিব্যক্তি। এই জগতে যে অন্তহীন রূপ রয়েছে তা কেবল আপনার বহিরঙ্গা শক্তিরই প্রদর্শন মাত্র। এই বিরাটরূপ আপনার প্রকৃত স্বরূপ নয়। চিন্ময় চেতনাসম্পন্ন আপনার ভক্তেরা ছাড়া অন্য কেউই আপনার প্রকৃত রূপ দর্শন করতে পারে না। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবানের বিরাটরূপই হচ্ছে তাঁর প্রকৃত রূপ এবং তাঁর ভগবৎ-স্বরূপ হচ্ছে মায়িক। একটি সরল উদাহরণের দ্বারা তাদের এই ভুলটি

বোঝা যায়। অগ্নিতে তিনটি উপাদান রয়েছে—তাপ ও আলোক, যা হচ্ছে অগ্নির শক্তি এবং অগ্নি। যে কেউই বুঝতে পারে যে, প্রকৃত অগ্নি হচ্ছে বাস্তব আর তাপ এবং আলোক অগ্নির শক্তি মাত্র। তাপ ও আলোক অগ্নির নিরাকার শক্তি, এবং সেই সূত্রে সেগুলি অবাস্তব। কেবল আগুনেরই রূপ রয়েছে, তাই তাপ এবং আলোকের প্রকৃত রূপ হচ্ছে সেই অগ্নি। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) বলেছেন—*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*—"আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা আমি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত।" তেমনই ভগবানের নির্বিশেষ রূপ আগুনের তাপ এবং আলোকের ব্যাপ্তির মতো। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান আরও বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*—সমগ্র জগৎ শ্রীকৃষ্ণের জড়া, পরা অথবা তটস্থা শক্তিতে অবস্থিত, কিন্তু যেহেতু তাঁর শক্তিতে তাঁর রূপ অনুপস্থিত, তাই তিনি স্বয়ং উপস্থিত নন। ভগবানের শক্তির এই অচিন্তনীয় বিস্তারের জন্য ভগবানের শক্তিকে বলা হয় *অচিন্ত্য শক্তি*। তাই ভগবানের ভক্ত না হলে কেউই ভগবানের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৩২

জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং
চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্ ।
দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৈলসরিৎসমুদ্র-
দ্বীপগ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ ॥ ৩২ ॥

জরায়ুজম্—গর্ভ থেকে যার জন্ম হয়; **স্বেদজম্**—স্বেদ থেকে যার জন্ম হয়; **অণ্ডজ**—ডিম থেকে যার জন্ম হয়; **উদ্ভিদম্**—মাটি থেকে যার জন্ম হয়; **চর-অচরম্**—জঙ্গম এবং স্থাবর; **দেব**—দেবতা; **ঋষি**—ঋষি; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **ভূতম্**—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চভূত; **ঐন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **খম্**—অন্তরীক্ষ; **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবী; **শৈল**—গিরি এবং পর্বত; **সরিৎ**—নদী; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **গ্রহ-ঋক্ষ**—গ্রহ এবং নক্ষত্র; **ইতি**—এইভাবে; **অভিধেয়ঃ**—বিভিন্ন নামে অভিহিত; **একঃ**—এক।

অনুবাদ

হে ভগবান! জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ প্রভৃতি চরাচর জীব, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও ইন্দ্রিয়, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ

এবং নক্ষত্র—এই সবই আপনারই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ, কিন্তু আপনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাই আপনার অতীত আর কিছু নেই। এই সমগ্র জগৎ তাই মিথ্যা নয়, তা আপনার অচিন্ত্য শক্তির সাময়িক প্রকাশ।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা মতবাদটি প্রচার করে যে, কেবল ব্রহ্মই সত্য এবং বৈচিত্র্যময় এই জগৎ মিথ্যা, সেই মতবাদ এখানে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে। কিছুই মিথ্যা নয়। কোন কিছু নিত্য হতে পারে এবং অন্য কোন কিছু ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু উভয়ই সত্য। যেমন, কেউ কিছুক্ষণের জন্য ক্রুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তা বলে কেউ বলতে পারে না যে, তার ক্রোধ মিথ্যা। তা কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাই এই রকম; তা অনিত্য কিন্তু সত্য।

বিভিন্ন উৎস থেকে আগত নানা প্রকার জীবাত্মার বর্ণনা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে করা হয়েছে। কারও জন্ম হয় জরায়ু থেকে এবং অন্য কারও জন্ম হয় (যেমন কিছু পোকা-মাকড়) মানুষের স্বেদ থেকে। কারও জন্ম হয় ডিম থেকে এবং অন্য কেউ আবার মাটি থেকে অঙ্কুরিত হয়। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করে। জীবের দেহ যদিও জড়, কিন্তু তা কখনই মিথ্যা নয়। কেউই স্বীকার করবে না যে, মানুষের শরীর যেহেতু মিথ্যা, তাই তাকে হত্যা করলে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। আমাদের অনিত্য শরীর আমাদের কর্ম অনুসারে প্রদান করা হয়েছে, এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য আমাদের সেই শরীরে থাকতে হবে। আমরা বলতে পারি না যে, আমাদের দেহ মিথ্যা, তা কেবল অনিত্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের শক্তি ভগবানেরই মতো চিরস্থায়ী, যদিও কখনও তা প্রকাশিত হয় এবং কখনও অপ্রকাশিত থাকে। তাই *বেদে* বলা হয়েছে,*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—"সবকিছুই ব্রহ্ম।"

শ্লোক ৩৩

যস্মিন্নসংখ্যেয়বিশেষনাম-
রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্ ।
সংখ্যা যয়া তত্ত্বদৃশাপনীয়তে
তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ইতি ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্—আপনাতে (ভগবানে); **অসংখ্যেয়**—অসংখ্য; **বিশেষ**—বিশেষ; **নাম**—নাম; **রূপ**—রূপ; **আকৃতৌ**—দৈহিক আকৃতি সমন্বিত; **কবিভিঃ**—পণ্ডিতদের দ্বারা; **কল্পিতা**—কল্পিত হয়েছে; **ইয়ম্**—এই; **সংখ্যা**—সংখ্যা; **যয়া**—যাঁর দ্বারা; **তত্ত্ব**—তত্ত্বের; **দৃশা**—জ্ঞানের দ্বারা; **অপনীয়তে**—বার করা হয়েছে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **সাংখ্য-নিদর্শনায়**—যিনি সাংখ্য জ্ঞান প্রকাশ করেছেন; **তে**—আপনাকে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার নাম, রূপ এবং আকৃতি অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হয়। আপনি যে কত রূপে বিরাজ করেন তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না, তবুও আপনি কপিলদেব রূপে এই জগৎকে চব্বিশটি তত্ত্বে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই কেউ যদি সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী হন, যার দ্বারা বিভিন্ন তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার কাছ থেকে তা শ্রবণ করা। দুর্ভাগ্যবশত অভক্তেরা আপনার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে কেবল বিভিন্ন উপাদানেরই গণনা করে। আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা কোটি কোটি বছর ধরে সমগ্র জগতের স্থিতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছে, এবং বিভিন্নভাবে গণনা করছে এবং মতবাদ সৃষ্টি করছে। কিন্তু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের মনগড়া গবেষণা তাদের মৃত্যুর সময় সমাপ্ত হয়ে যাবে, এবং প্রকৃতির নিয়ম তাদের কার্যকলাপের অপেক্ষা না করেই চলতে থাকবে।

কোটি কোটি বছর ধরে পরিবর্তন হওয়ার পর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়ে অব্যক্ত অবস্থায় থাকবে। প্রকৃতিতে নিরন্তর পরিবর্তন এবং বিনাশ হচ্ছে (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*), তবুও জড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির মূল আধার ভগবানকে না জেনে, প্রকৃতির নিয়ম অধ্যয়ন করার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণিদের সৃষ্টি করছে। সেই জন্য এই জগতের বারবার সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়।"

এখন জড় জগৎ ব্যক্ত, অবশেষে তার বিনাশ হবে এবং তারপর কোটি কোটি বছর ধরে তা অব্যক্ত অবস্থায় থাকবে, তারপর আবার সৃষ্টি হবে। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

শ্লোক ৩৪

উত্তরেষু চ কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ কৃতবরাহরূপ আস্তে তং তু দেবী হৈষা ভূঃ সহ কুরুভিরস্খলিতভক্তিযোগেনোপধাবতি ইমাং চ পরমামুপনিষদমাবর্তয়তি ॥ ৩৪ ॥

উত্তরেষু—উত্তর দিকে; **চ**—ও; **কুরুষু**—কুরুবর্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—যিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন; **কৃত-বরাহ-রূপঃ**—বরাহরূপ ধারণ করে; **আস্তে**—নিত্যকাল বিরাজ করেন; **তম্**—তাঁকে; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **দেবী**—দেবী; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **এষা**—এই; **ভূঃ**—পৃথিবী; **সহ**—সঙ্গে; **কুরুভিঃ**—কুরুবর্ষ-বাসীদের; **অস্খলিত**—অবিচলিত; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তির দ্বারা; **উপধাবতি**—আরাধনা করে; **ইমাম্**—এই; **চ**—ও; **পরমাম্ উপনিষদম্**—পরম *উপনিষদ* (যে পদ্ধতির দ্বারা ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়); **আবর্তয়তি**—অভ্যাসের জন্য বারবার জপ করেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, জম্বুদ্বীপের উত্তরভাগে কুরুবর্ষে ভগবান যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপ প্রকট করে বিরাজ করছেন। সেখানে কুরুবর্ষবাসীদের সঙ্গে ধরণীদেবী অবিচলিত ভক্তিযোগে নিম্নলিখিত উপনিষদ মন্ত্র বারংবার জপ করে তাঁর আরাধনা করেন।

শ্লোক ৩৫

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে মহাধ্বরাবয়বায় মহাপুরুষায় নমঃ কর্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে ॥ ৩৫ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ভগবতে**—ভগবানকে; **মন্ত্র-তত্ত্ব-লিঙ্গায়**—যাঁকে বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা তত্ত্বত জানা যায়; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **ক্রতবে**—ক্রতু; **মহা-ধ্বর**—মহাযজ্ঞ; **অবয়বায়**—অবয়ব; **মহা-পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **কর্ম-শুক্লায়**—যিনি জীবের কর্ম পবিত্র করেন; **ত্রি-যুগায়**—যিনি তিন যুগে আবির্ভূত হন, সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে (চতুর্থ যুগে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন); **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, বিরাটপুরুষ রূপে আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কেবল মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা আমরা আপনাকে পূর্ণরূপে জানতে পারব। আপনি যজ্ঞ এবং আপনি ক্রতু। তাই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান আপনারই চিন্ময় দেহের অঙ্গ, এবং আপনিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। আপনার রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি ত্রিযুগ নামে পরিচিত কারণ কলিযুগে আপনি আপনার রূপ প্রচ্ছন্ন রেখে অবতরণ করেন। এই নামের আর একটি কারণ হচ্ছে আপনি ত্রিযুগল ঐশ্বর্যবিশিষ্ট অর্থাৎ আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের অবতার, যে কথা *পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *উপনিষদের* বহু স্থানে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের বর্ণনা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*মধ্য লীলা* ৬/৯৯) নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—

কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্ ।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তার নাম ॥

এই কলিযুগে ভগবান *লীলাবতার* রূপে আবির্ভূত হন না। তাই তিনি *ত্রিযুগ* নামে পরিচিত। এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, যা তিনি অন্য কোন অবতারে করেন না। তাই তাঁকে বলা হয় *ছন্নাবতার*।

শ্লোক ৩৬

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো
গুণেষু দারুষ্বিব জাতবেদসম্ ।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো
গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যাঁর; **স্বরূপম্**—রূপ; **কবয়ঃ**—মহাজ্ঞানী ঋষিগণ; **বিপশ্চিতঃ**—পরমতত্ত্ব নিরূপণে অত্যন্ত দক্ষ; **গুণেষু**—ত্রিগুণাত্মিকা জড় জগতে; **দারুষু**—কাষ্ঠে; **ইব**—সদৃশ; **জাত**—প্রকাশিত; **বেদসম্**—অগ্নি; **মথ্নন্তি**—মন্থন করে; **মথ্না**—অরণি কাষ্ঠ; **মনসা**—মনের দ্বারা; **দিদৃক্ষবঃ**—জিজ্ঞাসু; **গূঢ়ম্**—গোপনীয়; **ক্রিয়া-অর্থৈঃ**—সকাম কর্ম এবং তাদের ফলের দ্বারা; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ঈরিত-আত্মনে**—প্রকট হয়েছেন যিনি সেই ভগবানকে।

অনুবাদ

মুনি-ঋষিরা অরণি কাষ্ঠ মন্থনের দ্বারা কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থিত অগ্নিকে প্রকাশিত করতে পারেন। তেমনই, হে ভগবান, যাঁরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা সবকিছুতে আপনাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন, এমনকি তাঁদের নিজেদের শরীরেও। তবুও আপনি প্রচ্ছন্ন থাকেন। মানসিক অথবা দৈহিক পরোক্ষ কার্যকলাপের দ্বারা আপনাকে জানা যায় না। কারণ আপনি স্বয়ংপ্রকাশ। যখন আপনি দেখেন যে, কেউ সর্বান্তঃকরণে আপনার অন্বেষণ করছে, তখন আপনি তার কাছে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ক্রিয়ার্থৈঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের অনুষ্ঠানের দ্বারা।' *বিপশ্চিতঃ* শব্দটির বিশ্লেষণ করে *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* বলা হয়েছে—*সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি* । শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*—"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর প্রকৃত জ্ঞানী আমার শরণাগত হয়।" কেউ যখন বাস্তবিকই ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং বুঝতে পারেন যে, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তা হলে তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। *জাতবেদঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "কাষ্ঠ ঘর্ষণের ফলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়।" বৈদিক যুগে ঋষিরা কাঠ থেকে আগুন উৎপন্ন করতে পারতেন। *জাতবেদঃ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে জঠরাগ্নি, যা আমাদের আহার জীর্ণ করায় এবং ক্ষুধার উদ্রেক করায়। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে গূঢ়* শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ*—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা ভগবানকে জানা যায়। *সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা*—তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি প্রতিটি

জীবের হৃদয়ে রয়েছেন। *কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ*—তিনি জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। *সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ*—ভগবান হচ্ছেন সাক্ষী এবং জীবনীশক্তি, তবু তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত।

শ্লোক ৩৭

দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্বস্তুনিরীক্ষিতাত্মনে ।
অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভি-
র্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

দ্রব্য—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়ের দ্বারা; **ক্রিয়া**—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ; **হেতু**—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ; **অয়ন**—দেহ; **ঈশ**—কাল; **কর্তৃভিঃ**—অহঙ্কারের দ্বারা; **মায়া-গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **বস্তু**—বাস্তব সত্যরূপে; **নিরীক্ষিত**—লক্ষিত হয়; **আত্মনে**—পরমাত্মাকে; **অন্বীক্ষয়া**—তত্ত্ব বিচারের দ্বারা; **অঙ্গ**—যোগের অঙ্গের দ্বারা; **অতিশয়-আত্ম-বুদ্ধিভিঃ**—যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থির হয়েছে তাঁদের দ্বারা; **নিরস্ত**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **মায়া**—মায়া; **আকৃতয়ে**—যাঁর রূপ; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, শরীর, কাল এবং অহঙ্কার—এই সবই আপনার মায়া-শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলনের দ্বারা যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থির হয়েছে, তাঁরা দেখতে পান যে, এই সমস্ত তত্ত্ব আপনার মায়া-শক্তির পরিণাম। তাঁরা সবকিছুর পটভূমিতে আপনার চিন্ময় পরমাত্মা রূপও দর্শন করেন। তাই আপনাকে বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় সুখভোগের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি, দেহ, অহঙ্কার ইত্যাদি সবই ভগবানের মায়া কর্তৃক সৃষ্ট। এই সমস্ত কার্যকলাপের আধার হচ্ছে জীব এবং জীবের নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমাত্মা। জীব সর্বেসর্বা নয়।

সে পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" জীব নির্দেশের জন্য পরমাত্মার উপর নির্ভর করে। তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি, অথবা যোগ সাধনায় (*যম, নিয়ম, আসন* ইত্যাদি) সিদ্ধ ব্যক্তি ভগবান অথবা পরমাত্মা রূপে পরমতত্ত্বকে জানতে পারেন। ভগবান সকল প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ। তাই তাঁকে *সর্বকারণকারণম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট যা কিছু তা সবেরই কোন কারণ রয়েছে, এবং যিনি সর্বকারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন, তিনিই বাস্তব দর্শন করেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর পটভূমি, যে সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন করেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, এই জড়া প্রকৃতি আমার পরিচালনায় কার্য করে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে বারবার এই জগতের সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়।"

শ্লোক ৩৮

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং
গ্রাব্ণো নমস্তে গুণকর্মসাক্ষিণে ॥ ৩৮ ॥

করোতি—অনুষ্ঠান করে; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ডের; **স্থিতি**—পালন; **সংযম**—বিনাশ; **উদয়ম্**—সৃষ্টি; **যস্য**—যাঁর; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **ন**—না; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **ঈক্ষিতুঃ**—ঈক্ষণকারীর; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **মায়া**—মায়া; **যথা**—যতখানি; **অয়ঃ**—লৌহ; **ভ্রমতে**—ভ্রমণ করে; **তৎ-আশ্রয়ম্**—তাঁর নিকটে স্থিত;

গ্রাব্ণঃ—চুম্বক; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **গুণ-কর্ম-সাক্ষিণে**—জড়া প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আপনার বাঞ্ছিত নয়; কিন্তু আপনার সৃজনী শক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবদের জন্য আপনি সেই কার্য করেন। চুম্বকের প্রভাবে লৌহখণ্ড যেভাবে গতিশীল হয়, ঠিক সেইভাবে প্রকৃতির প্রতি আপনার দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগৎ সক্রিয় হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও প্রশ্ন ওঠে দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জড় জগতের সৃষ্টি ভগবান কেন করলেন। এখানে তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, ভগবান জীবদের দুঃখকষ্ট দেওয়ার জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করতে চান না। এই জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন কারণ বদ্ধ জীবেরা তা উপভোগ করতে চায়।

প্রকৃতির কার্যকলাপ আপনা থেকেই সংঘটিত হচ্ছে না। প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে, প্রকৃতি এমন আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া করছে, ঠিক যেমন একটি লৌহখণ্ড চুম্বকের প্রভাবে ইতস্তত গতিশীল হয়। জড় বৈজ্ঞানিকেরা এবং তথাকথিত সাংখ্য দার্শনিকেরা ভগবানকে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে যে, কারও তত্ত্বাবধান ছাড়াই জড়া প্রকৃতি কার্য করে চলেছেন। কিন্তু তাদের এই ধারণা সত্য নয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*আদি লীলা* ৬/১৮-১৯) জড় জগতের সৃষ্টির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে ।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্মাণে ॥

"যদিও সাংখ্য দার্শনিকেরা মনে করে যে, প্রধান হচ্ছে জগৎ সৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভ্রান্ত। জড় পদার্থের সক্রিয় হওয়ার কোন শক্তি নেই, এবং তাই তা নিজে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। ভগবান তাঁর সৃষ্টিশক্তি প্রধানের মধ্যে সঞ্চার করেন। তখন ভগবানের শক্তির দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি হয়।" বায়ুর দ্বারা সমুদ্রের তরঙ্গ গতিশীল হয়, বায়ুর সৃষ্টি হয় আকাশ থেকে, আকাশের উৎপত্তি হয় প্রকৃতির ত্রিগুণের বিক্ষোভ থেকে, এবং জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সক্রিয়

হয় প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে। অতএব সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার পিছনে রয়েছেন ভগবান। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও* (*আদি* ৫/৫৯-৬১) সেই কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ ।
প্রকৃতি—কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥

"যেহেতু প্রকৃতি জড়, তাই তা জড় জগতের কারণ হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ জড়া প্রকৃতিতে তাঁর শক্তি সঞ্চার করে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে প্রকৃতি জড় জগতের গৌণ কারণ হয়, ঠিক যেমন আগুনের শক্তিতে উত্তপ্ত হয়ে লোহা দাহিকা শক্তি প্রদর্শন করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগতের মূল কারণ। প্রকৃতিকে কারণ বলা হলে, সেই যুক্তি ছাগলের গলার স্তনের মতো, আপাতদৃষ্টিতে তা স্তনের মতো বলে মনে হলেও, তা থেকে কখনও দুধ পাওয়া যায় না।" এইভাবে দেখা যায় যে, জড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা যে মনে করে জড় পদার্থ নিজে থেকেই সক্রিয় হতে পারে, তা একটি মস্ত বড় ভুল।

শ্লোক ৩৯

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে
যো মাং রসায়া জগদাদিসূকরঃ ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রে নিরগাদুদন্বতঃ
ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুমিতি ॥ ৩৯ ॥

প্রমথ্য—সংহার করার পর; **দৈত্যম্**—দৈত্যকে; **প্রতিবারণম্**—অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী; **মৃধে**—যুদ্ধে; **যঃ**—যিনি; **মাম্**—আমাকে (পৃথিবীকে); **রসায়াঃ**—রসাতলে পতিত হয়েছিল; **জগৎ**—এই জড় জগতে; **আদি-সূকরঃ**—আদি বরাহ রূপে; **কৃত্বা**—ধারণ করে; **অগ্র-দংষ্ট্রে**—দন্তের অগ্রভাগে; **নিরগাৎ**—জল থেকে নির্গত হয়েছিলেন;

উদন্বতঃ—গর্ভোদক সমুদ্র থেকে; **ক্রীড়ন্**—খেলা; **ইব**—সদৃশ; **ইভঃ**—হস্তী; **প্রণতা অস্মি**—প্রণাম করি; **তম্**—তাঁকে; **বিভুম্**—ভগবানকে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই ব্রহ্মাণ্ডে আদি বরাহরূপে আপনি মহা দৈত্য হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাকে সংহার করেছিলেন। তারপর, হস্তী যেভাবে জল থেকে পদ্ম তুলে খেলা করে, ঠিক সেইভাবে আপনি আমাকে আপনার দশনাগ্রে ধারণ করে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।